জানুয়ারি ২০১৯, দাম-২ টাকা
REGD.RNI NO.-WBBEN/2011/41525

পরিবেশ বিষয়ক মাসিক-

আজকের বসুন্ধরা

বিশেষ সংখ্যা-
ভেষজ সম্রাট নিম

আগামী সংখ্যায় থাকছে
সুন্দরবনের ২য় ফসল ঃ লঙ্কা

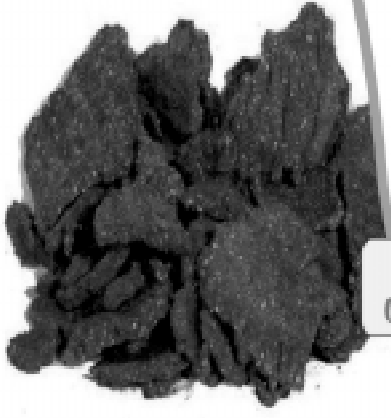

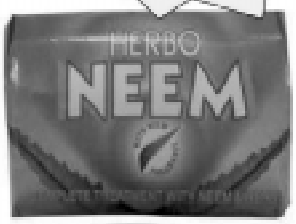

অষ্টম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা
(প্রকৃত-৯৯তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা)

আজকের বসুন্ধরা

বিশেষ সংখ্যা - ভেষজ সম্রাট নিম ★ জানুয়ারি ২০১৯

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ★ নিমগাছ থেকে দুধ নিঃসরণ কি অলৌকিক! ৩

★ সুন্দরবনের ছাত্রছাত্রীরা বাংলা তথা দেশের শিক্ষা সংস্কৃতি তুলে ধরতে গিয়েছিল ডেনমার্কে - দেবানন্দ দাস ৪

★ গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রে এসআরআই প্রশিক্ষণ শিবির ৪

পরিবেশ ঃ

★ পরিবেশের জন্য ভাবনা ★ হারিয়ে যাচ্ছে মাটি-খড়ের ঘর - দীপিকা বিশ্বাস ★ বোতল জলে দূষণ★ নষ্ট হচ্ছে হাওয়া বিদ্যুৎ ৫

বিজ্ঞানের খবর-২৬ ঃ

★ দুনিয়া ডট কম ৬

অলৌকিক-২৩ ঃ

★ পাখির ভাষায় কথা বলে গ্রামের সকলেই ৬

এখনও মেয়েরা-২৭ ঃ

★ নারী পাচার নিয়ে সোচ্চার পাচার হওয়া মহিলারা ★ কন্যা হওয়ায় স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিলো ★ টাকা থাকলে বউ কেনা যায় ★ বিধবা বিয়ে করলে ২ লাখ ৭

বাংলাদেশ-২২ ঃ

★ তুলো আমদানিতে বাংলাদেশ শীর্ষে ৭

শিক্ষা-১০ ঃ

★ পড়া মনে রাখার ১০টি কৌশল ★ জয়ন্তী - সঠিক অর্থ জানুন ★ পিয়ালীর স্কুলে স্লোভেনিয়ার রাষ্ট্রদূত ★ লিঙ্গ নিরপেক্ষ হল জাতীয় সংগীত ★ যে ভাষায় মাত্র ৩ জন ★ দুই দেশ, একটি দ্বীপ ৮

নীতিবিজ্ঞান - ২৪ ঃ

★ কুরান জমা দাও - নির্দেস চীনের ৮

প্রশ্ন উত্তর - ২৯ ঃ ৮

শরীর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা-২৬ ঃ

★ ব্লাড ব্যাঙ্কের উদ্বৃত্ত প্লাজমা বিক্রি ★ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কী ও কেন খাবেন ★ ঘুম নেই চোখে ৯

ডেনমার্ক - ২৬ ঃ

★ সুখী ডেনমার্ক ৯

উদ্ভিদ ও চাষবাস ঃ

★ কৃপা (৪২) - ড. সুভাষ মিস্ত্রী ★ রাজ্যে শুরু সিলভার পমপ্যানো মাছ চাষ ★ নীল চন্দ্রমল্লিকা ★ গাঁজার গুণ ১০

পকেটমার থেকে বাঁচতে - ৩৫ ঃ

★ ভিক্ষার নামে পকেটমারি ★ কালির জাদুতে টাকা ভ্যানিশ ★ পুরুষ সেজে বিয়ে ১০

সাম্প্রতিক ঃ

★ পেনশনারদের জীবিত প্রমাণপত্র দিতে হবে বছর বছর ১০

কি বিচিত্র এই প্রাণীজগৎ-২৭ ঃ

★ মই বানিয়ে শিম্পাঞ্জি চম্পট ★ বাঘরোল নিয়ে শুরু হল প্রথম সমীক্ষা ★ পোষ্য হিসাবে বাঘ, কুমির, ঘড়িয়াল কিনছে আরব-আমেরিকা ১১

গৃহিনীদের টিপস্ - ৩৯ ঃ

★ রান্নাঘরের টিপস ১১

সুস্থ থাকার টিপস্ - ৮৭ ঃ

★ মনোবল বাড়বে কয়েক ধাপ ১১

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিশেষ খবর ঃ জুলাই ২০১৮ ১২

সুন্দরবনের বাঘ ঃ জুলাই ২০১৮ ১২

সাপের কেটে মৃত্যু ঃ জুলাই ২০১৮ ১২

সাহিত্য সংস্কৃতি-২০ ঃ

★ কুলতলিতে সুন্দরবন কৃষ্টিমেলা ★ বঙ্গীয় শিশু বিকাশের সমাবেশ ★ যে কোনো দিন মৌচাক কাটবে না - অর্ণব মণ্ডল ১৪

★ কবিতা ঃ লোকগুলোকে দেখছি - মানিক চন্দ্র মণ্ডল ১৪

আইনি অধিকার - ২৭ ঃ

★ সংখ্যালঘু গ্রাজুয়েট ছাত্রীর জন্য ৫১ হাজার ★ ইউনেস্কো ছাড়ল আমেরিকা-ইজরাইল ★ নাবালিকা স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক - ধর্ষণ ★ এইচআইভি ছড়ানোর দায়ে কারাদণ্ড ★ নিখরচায় আইনি সাহায্য১৫

জীবিকা - ৮ ঃ

★ সাংবাদিকদের পেনশন চালুর বিজ্ঞপ্তি ১৫

টুকরো খবর

★ মোবাইল বিপ্লব ১৫

নিম সম্পর্কিত সম্পর্কিত ঃ

'নিম'কে জাতীয় বৃক্ষের মর্যাদা দেওয়া হোক - দীপিকা বিশ্বাস ৩

নিম-ইউরিয়া ৪

ভেষজ সম্রাট নিম - সাহানওয়াজ সরদার ৯

সম্পাদকের কথা

অষ্টম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (প্রকৃত ১১তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা)

বৃক্ষরোপণে নিমগাছই হোক প্রধান বৃক্ষ

★ ১৪ জুলাই থেকে অরণ্য সপ্তাহ শুরু হল। চলে ২০ জুলাই পর্যন্ত, রবীন্দ্র সরোবরে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী গাছ লাগিয়ে সূচনা করলেন। সরকারি সিদ্ধান্ত রাজ্যে অরণ্য সপ্তাহে ১ কোটি গাছ লাগানো হবে। কেবল কলকাতায় এক লক্ষ চারা বসানো হবে। অত্যন্ত শুভ উদ্যোগ, বিগত দিনে দেখেছি মাঝে মাঝে সুন্দরবন এলাকার স্কুলগুলিতে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন চারাগাছ দেওয়া হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবি সংস্থাও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। আমলকি চারা বিতরণের জন্য সরকারি উদ্যোগ দেখেছি। সরকারি বেসরকারি পক্ষ থেকে বিভিন্ন রকমের বৃক্ষরোপণ করা হলেও এই সমস্ত গাছের মধ্যে কখনও একটা নিমগাছ দেখলাম না। অথচ আগামীদিনে সারা পৃথিবীর মানুষ মূলত নিমের উপর সর্বাধিক নির্ভরশীল হবে। কারণ আগামীদিনে রাসায়নিক সার ওষুধ সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে। এর বিকল্প হিসাবে ব্যবহার হবে জৈব নিম থেকে উৎপন্ন জৈব ওষুধ ও সার। এছাড়া নিমের আছে সর্বাধিক খাদ্যগুণ ও ভেষজগুণ-সহ এর কাঠও মহামূল্যবান। উল্লেখ্য, চিন ১৯৯৯ থেকে নিমগাছ বসানো শুরু করে ৫ বছরে দেশজুড়ে ২ হাজার কোটি নিমগাছ বসিয়েছে। সুতরাং সরকারি বেসরকারি স্তরে বৃক্ষরোপণ উৎসব সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়েই চলুক। এই পর্বে নিমগাছই হোক প্রধান বৃক্ষ। বিষয়টির প্রতি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ও বনমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

চেষ্টা করিলেই যে সকল সময়েই সিদ্ধিলাভ হয় তাহা নাও হইতেও পারে। কিন্তু চেষ্টা না করিয়া যে ব্যর্থতা তাহা পাপ, তাহা কলঙ্ক — রবীন্দ্রনাথ

সম্পাদকীয়

নিমগাছ থেকে দুধ নিঃসরণ কি অলৌকিক!

★ নিমগাছ থেকে দুধ বেরোনো দেখতে ভিড় শীর্ষক (২৮.৮.১২) সংবাদে পড়লাম পুরুলিয়ার মফসসল থানার শীতলপুর গ্রামে এক নিমডাল থেকে দুধ বার হচ্ছে। শুরু হয়েছে পুজো আচ্চা। এই ধরনের ঘটনা বিরল। নিমের রসের রং দুধের মতো হলেও স্বাদ কেমন? সংবাদে জানা গেল না। নিমগাছের স্বাদ তেতো। মূলত সালফার যোগ নিম্বিডিনের জন্যই তেতো স্বাদ। এছাড়া অ্যাজাডিরাকটিন, নিম্বিন, নিমাবিনিন, নিমাইডিটি তেতোর জন্য দায়ী। আমি তিনটি ঘটনার খবর জানি, যেখানে নিমগাছ থেকে মিষ্টি রস বার হয়েছিল। ১) ২০০০-এর এপ্রিলে বেলুড়ে বলাইচাঁদ আচার্যের নিমগাছ থেকে মিষ্টি রস বার হয়েছিল। ২) মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনার জাড়া গ্রামে (আজকাল ১৩.১২.০৩)। ৩) হাওড়ার লিলুয়ায় (বর্তমান, ০৫.০২.০৪)। বিশেষজ্ঞদের মতে, জলে দ্রবীভূত পাতায় উৎপন্ন শর্করাই নিমরসের প্রাথমিক উপাদান। এই রস প্রথম দিকে মিষ্টি লাগা অসম্ভব নয়। যদিও স্বাভাবিকভাবে নিমরস তেতো। তেতোর উপাদান উপক্ষার ও অন্যান্য বিপাকজাত পদার্থ। শর্করা জাতীয় প্রাথমিক উপাদানগুলি থেকেই তেতো উপাদানগুলি বিপাকে সৃষ্টি হয়। শর্করা গ্লোয়েমের (সিভনল) মাধ্যমে নিমের বিভিন্ন কোষে পৌঁছাবার পর তেতো উপাদান তৈরি হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে সিভনলগুলি কাণ্ডের গায়ে ক্ষতের (যান্ত্রিক বা জীবাণু ঘটিত) স্থানে উন্মুক্ত হয়ে পড়ায় প্রাথমিক শর্করা কলা কোষে প্রবেশ না করে সোজাসুজি ক্ষত দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়, ফলে রস হয় মিষ্টি।

‘নিম’কে জাতীয় বৃক্ষের মর্যাদা দেওয়া হোক

★ **দীপিকা বিশ্বাস ঃ** একসময়ে বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক প্রায় আড়াই কোটি নিম গাছ ছিল ভারতে। কিন্তু বর্তমানে সেই পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হয়েছে। ভারতকে তার এক নম্বর স্থান থেকে গদিচ্যুত করতে আদা জল খেয়ে নেমেছে চিন। নিমের বিশ্বব্যাপী বাজার দখল করতে চিন নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। গত পাঁচ বছরে চিন দেশজুড়ে দু’হাজার কোটি নিম গাছ বসিয়েছে। ১৯৯৯ সাল থেকে চিন বাণিজ্যিকভাবে নিম গাছ বসাতে শুরু করে। প্রতিবেশি দেশ চিন এ ব্যাপারে অনেকটা এগিয়ে গেলেও ভারত আজও রয়ে গিয়েছে নীরব দর্শকের ভূমিকায়। পক্ষান্তরে চিন নিম সংক্রান্ত ব্যাপারে আগামী ১৫ (২০০৬-২০২০) বছরের জন্য নির্দিষ্ট কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। চিনের বনদপ্তর সূত্রে সম্প্রতি জানা গিয়েছে, আগামীদিনে ২৭ হাজার হেক্টর জমিতে তাদের নিমগাছ বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে। সেখান থেকে উৎপাদন হবে বছরে ৮০ হাজার টন নিম ফল এবং ১৬ হাজার টন নিম পাতা। শুধু তাই নয়, এই নিম পাতা ও নিমের বীজকে কেন্দ্র করে তারা ১৯টি বড় ধরনের ফ্যাক্টরি গড়ে তুলবে। যেখানে সারা বছর নিম থেকে ২০ হাজার টন কীটনাশক ওষুধ তৈরি হবে। কথিত আছে দেবাতারা স্বর্গে অমৃত নিয়ে যাওয়ার পথে কয়েক ফোঁটা ছিটকে নিমগাছে পড়ায় নিমের এত গুণ। এর ফুল-ফল, পাতা ও মূলকে পঞ্চনিম্ব বলে। শ্রীকৃষ্ণ নাকি তীরবিদ্ধ হয়েছিলেন নিমগাছের তলায়। পুরীর বিগ্রহ ‘দারুব্রহ্ম’ নামে পরিচিত। জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরামের মূর্তি নিমকাঠের। বৈদ্য, চরক, সুশ্রুতের ভেষজ গ্রন্থে নিমের ব্যবহার উল্লেখ আছে।

নিম দ্বিবীজপত্রী, যৌগিকপত্র। বসন্তে পাতা গজায়, ছোট ছোট সাদা ফুলের স্তবকে ভরে যায়। প্রতি ফলে একটি (কখনও দুটি) বীজ থাকে। কাণ্ড খয়েরি, ওপরে সাদা খড়কে ডুরে খাড়া দিক বরাবর। পাতা ২-৩ ইঞ্চি। নিম চার রকমের — ● সাধারণ নিম, ● মহা বা ঘোড়া নিম — আকৃতিতে বড়, পাতা বড়, ● ভূমি নিম — ছোট, ● কার্পাক নিম — পাতার একদিকে কিছুটা সাদা অন্যদিকে কালো। এদের গুণ প্রায় সমান। মেলিয়াসি গোত্রের, বৈজ্ঞানিক নাম অ্যাজাডিরাকটা ইন্ডিকা, সংস্কৃতে নিম্ব, গুজরাটিতে লিম্ব, মারাঠিতে কাদু নিম্ব, তেলেগুতে ভেপা, মালায়ালামে ভেপসু, বাংলা, হিন্দি, পাঞ্জাবিতে নিম এবং ইংরেজিতে মার্গোসি ট্রি।

ভারতেই প্রথম ১৯১৯-এ নিম কেক থেকে মার্গোসিক অ্যাসিড পৃথক হয়। ১৯৪২-এ নিমবিন, নিমবিডিন, নিমবিলিন উপক্ষার গৃহীত হয়। ১০০ গ্রাম নিম পাতায় প্রোটিন ১১.৩ গ্রাম, ফ্যাট ৩ গ্রাম, শর্করা ২২.৯ গ্রাম, লবণ ৩.৪ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১০৩ মিলিগ্রাম, ফসফরাস ১৯০ মিলিগ্রাম, লোহা ৬.৮ মিলিগ্রাম, ভিটামিন-এ ২৭৩৬ ইউনিট, ক্যালোরি ১৫৮। আছে বহু উপক্ষার। পাতায় — নিমবোলাইড, কোয়ারসেটিন, নিম্বোস্টেরল, নিমবানডাইওল। ফল — নিমাটোনস্, বীজ — নিম্বিডিন, ভেপাওল, স্যালান্নিন, অ্যাজাডিরাক্টিন, ক্যাম্পফেরল, মাইরিটেটিন। ছাল — নিম্বিন, নিম্বিনিতা, নিম্বিডিন, নিম্বোস্টেরন, মারগোসিন ছাড়াও ট্যানিন ও এসেনসিয়াল অয়েল।

বীজপত্রে তিক্ততা সর্বাধিক। সালফার যৌগ নিম্বিডিনের জন্যই তেতো স্বাদ। এছাড়া অ্যাজাডিরাকটিন, নিম্বিন, নিমবিনিন, নিমবিডিটিন তেতোর জন্য দায়ী।

একটা মাঝারি নিমগাছ থেকে বছরে ৫০ কেজি ফল, যার থেকে ১০ কেজি তেল ও ৪০ কেজি নিমকেক (খইল) পাওয়া যায়। কবিরাজ মতে নিমের বাতাস বিশুদ্ধ ও পরম হিতকারী।

নিমপাতার গুণের শেষ নেই। পাতায় থাকে কেয়েরসিটেন নামে একটি অ্যান্থোসায়ানিন যৌগ— বলেছেন বসুবিজ্ঞান মন্দিরের গবেষকরা। ফলে নিমের অ্যান্টিসেপটিক মূল্য অনেক বেশি। আয়ুর্বেদমতে অগ্নি বায়ুনাশক। শ্রান্তি, তৃষ্ণা, কাশি, জ্বর, অরুচি, ব্রণ, পিত্ত, কফ, বমি, কুষ্ঠনাশক, চোখের হিতকারক। ● মশা তাড়াতে নিমপাতার ধোঁয়া খুবই কার্যকরী। শুকনো পাতা জামাকাপড়, খাদ্যশস্যকে পোকার হাত থেকে রক্ষা করে। ● শবযাত্রীদের যাতে জীবাণু সংক্রমণ না হয়, নিমপাতা দাঁতে কাটা রীতি আছে। ● পাতা জলে সিদ্ধ করে কুলকুচি করলে মাড়ির ঘা, পুঁজ, রক্ত পড়া বন্ধ হয়, রোধ হয় দন্তক্ষয়। ● জন্ডিসে সকালে খালিপেটে পাতার রস দু’চামচ মধুসহ পানে উপকার হয়। **এরপর ৬ পাতায়**

সুন্দরবনের ছাত্রছাত্রীরা বাংলা তথা দেশের শিক্ষা সংস্কৃতি তুলে ধরতে গিয়েছিল ডেনমার্কে

★ **দেবানন্দ দাস ঃ** ডেনমার্কের বিশিষ্ট শিল্পপতি হলডর টপসো পরিবার এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আইজিএফ ডেনমার্ক-এর আমন্ত্রণে সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র পরিচালিত বিবেকানন্দ শিক্ষা নিকেতনের ১১ জন ছাত্রছাত্রী সহ মোট ১৭ জনের একটি সাংস্কৃতিক দল প্রান্তিক সুন্দরবন থেকে সুদূর ইউরোপের ডেনমার্কে পাড়ি দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। এই সাংস্কৃতিক দলে পিতৃ মাতৃহীন অনাথ ছাত্রী থেকে সুন্দরবনের জঙ্গলে বাঘে খাওয়া পরিবারের সন্তানও ছিল। তবলাবাদক, একজন নৃত্য শিক্ষিকা, ২ জন সঙ্গীত শিক্ষক ১১ জন ছাত্রীদের সঙ্গে ছিলেন। আয়োজক সংস্থার সম্পাদক বিশ্বজিৎ মহাকুড় এবং কোষাধ্যক্ষ দিলীপ সরদার ছিলেন মূল পরিচালক হিসাবে। ছাত্রছাত্রীদের এই যাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গ তথা সুন্দরবনের সংস্কৃতি মূলতঃ রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নৃত্য লোকসঙ্গীত বাউল ও সুন্দরবনের লোকগান প্রভৃতি বিদেশীদের কাছে তুলে ধরা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১২ সালে ডেনমার্কে গিয়েছিলেন। কবিগুরুর এই ডেনমার্ক গমন স্মরণে রেখে ডেনমার্কের পক্ষে এই আমন্ত্রণ বলে জানা গেছে। এই সাংস্কৃতিক দলটি ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন শহর ছাড়াও জিল্যান্ড ও ফুইনেন দ্বীপের বিভিন্ন স্থানে মোট ১২টি অনুষ্ঠান করে। এই দল ডেনমার্কে ছিল ১ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত। সমস্ত কর্মসূচীর খরচ দিয়েছেন ডেনমার্কের বিশিষ্ট শিল্পপতি হলডর টপসো পরিবার এবং আইজিএফ ডেনমার্ক সংস্থা। কলকাতার এক সমাজসেবী জয়ন্ত মুখার্জী ২ ছাত্রীর যাতায়াত খরচ দিয়ে সাহায্য করেছেন। এই সাংস্কৃতিক দলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২৪ আগস্ট '১৮ এই সাংস্কৃতিক দলের সাথে সাক্ষাৎ করে ছাত্রছাত্রীদের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে দশ হাজার টাকা সাহায্য করেন।

গ্রাম বিকাশকেন্দ্রে এসআরআই প্রশিক্ষণ শিবির

নিমাই ভান্ডারী ঃ গত ১৮ ডিসেম্বর বাসন্তীর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্রে হল এসআরআই প্রশিক্ষণ।

উদ্দেশ্যগুলি হল —

★ চাষীদের মধ্যে নূতন জৈব প্রযুক্তি সম্বন্ধে ধারণা তৈরি করা। ★ চাষীদের উৎসাহিত করা ও মডেল প্লট তৈরি করা। ★ সফল চাষীর প্লট অন্য চাষীদের দেখান যাতে এসআরআই এর প্রসার ঘটে।

এসআরআই পদ্ধতিতে কেন ধান চাষ করবো তা নিয়ে ছবিসহ বিশদ ব্যাখ্যা করা হয় — ★ বীজ কম লাগে (বিঘায় ৭৫০ গ্রাম থেকে ১ কেজি)। ★ জল কম লাগে (তিন ভাগের ১ ভাগ)। ★ ১০-১২ দিনের চারা রোয়া হয়। ★ ছাড় ছাড় করে লাইনে রোয়া হয় ($১০^{//} \times ১০^{//}$ দূরত্বে)। ★ ১ কাঠি করে দুই-আড়াই পাতায় রোয়া হয়। ★ বীজতলা কম লাগে। ★ সম্পূর্ণ জৈব পদ্ধতিতে করার জন্য খরচ কম হয়। ★ ছাড় ছাড় রোয়া হয় বলে রোগ/পোকা কম হয়। ★ জল কম দেবার জন্য শিকড় বেশি হয় ফলে পাশকাঠি বেশি হয়। ★ গাছ শক্তপোক্ত হয়, ঝড়ে পড়ে না। ★ শিষ বেশি হয়, শিষের দৈর্ঘ্য বড়, দানা বেশি, পুষ্ঠ। ★ ১০ দিন আগে পাকে। ★ উৎপাদন ৩০ শতাংশ বেশি হয়। ★ খড় গরু ভাল খায়। ★ সার্টিফায়েড বীজ তৈরির ভাল পদ্ধতি।

বীজতলা কিভাবে করবো। বীজ শোধন থেকে বেড তৈরি, অঙ্কুরিত বীজ বানান ও বেডে ছড়ানো নিয়ে আলোচনা হয় ও ১০-১২ দিন কিভাবে পরিচর্যা করা হবে তা ব্যাখ্যা করা হয়।

মূল জমি তৈরি ও রোয়া ঃ এরপর মূল জমি কিভাবে তৈরি করবো কি কি জৈবসার কতটা দেব এবং বীজতলা তোলার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হয় সেইসঙ্গে রোয়া করার পদ্ধতি, দূরত্ব, ছাড় দেওয়া, জল কতটা রাখতে হবে তা বিশদ ব্যাখ্যা করা হয় ছবি ও বোর্ডের মাধ্যমে। বীজতলা তৈরি করার জন্য ফার্মে নিয়ে গিয়ে হাতেনাতে বেড বানান ও বীজ বপন শেখান হয় ও একটি প্লটে কিভাবে বীজতলা তোলা হবে ও রোয়া করা হবে তা হাতে নাতে দেখান হয়। সেচ, নিড়েন, চাপান সার, রোগ পোকার জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয় ছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে। শেষে সার্টিফায়েড বীজ কিভাবে তৈরি করা হবে ও সংরক্ষণ করা হবে তা বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়। প্রশিক্ষক ছিলেন নিমাই ভান্ডারী ও দিলীপ সরদার।

নিম-ইউরিয়া

★ ভারতে কৃষিতে নিমের বহু ব্যবহার হয়। কিন্তু নিম তেল মাখানো ইউরিয়া ব্যবহার এই প্রথম। তৈরি করেছে কৃষক ভারতীয় কো অপারেটিভ বা কৃভকো। ইতিমধ্যেই এই সার ব্যবহারকারীরা ভালোই ফলন পেয়েছে বলে কৃভকো দাবি করেছে। জমিতে সরাসরি দেওয়া ইউরিয়া থেকে পাওয়া নাইট্রোজেনের অনেকটাই গাছ গ্রহণ করতে পারে না, নষ্ট হয়। কিন্তু নিম তেল মাখানো ইউরিয়া ব্যবহারের ফলে নাইট্রোজেনের কার্যকারিতা ১০ থেকে ১৫ শতাংশ বেড়ে যায়, এমন বলছে কৃভকো। ফলে জল, মাটি ও বাতাসের দূষণ কমে। ভারতে প্রতিবছর ৭০ লাখ টন ইউরিয়া আমদানি করতে হয়। এতে অনেক বিদেশী মুদ্রা খরচ হয়। এই সারের ব্যবহার বাড়ালে বিদেশী মুদ্রাও বাঁচবে বলে কৃভকো-র দাবি।

পরিবেশ

পরিবেশের জন্য ভাবনা

গত সংখ্যার পর

সৌরশক্তি ব্যবহারের সুবিধাগুলি নিম্নরূপ –

ক) সৌরশক্তি অফুরন্ত ও পুর্ননবীকরণযোগ্য। সূর্যেরআলো পৃথিবীর সর্বত্র পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকদের মতে পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান শক্তির চাহিদা সৌরশক্তির সাহায্যে পূরণ করা যাবে। (খ) সৌরশক্তির ব্যবহার পরিবেশকে দূষিত করে না। জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে শক্তি উৎপাদনের সময় কার্বন-ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড ইত্যাদি নির্গত হয় যা বিশ্ব উষ্ণায়নের মূল কারণ। তাই সৌরশক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের সংরক্ষণ ও ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হবে। (গ) সৌরশক্তি উৎপাদনের জন্য অল্প পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদের প্রয়োজন হয়। তবে সৌরকোশ স্থাপনের জন্য অনেক জায়গার প্রয়োজন হয়। (ঘ) স্বল্প বসতিযুক্ত অঞ্চল এবং যেসব অঞ্চলে সারা বছর পর্যাপ্ত সূর্যালোক পাওয়া যায়, সেসব অঞ্চলে এই শক্তি উৎপাদন খুবই কার্যকরী।

বায়ুশক্তির ব্যবহারের সুবিধাগুলি কি কি?

বায়ুশক্তি ব্যবহারে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পাওয়া যায় – ক) বায়ুশক্তি পুনর্নবীকরণযোগ্য, প্রবহমান ও অক্ষয়িষ্ণু শক্তিসম্পদ। বায়ুশক্তির ক্রমাগত ব্যবহারেও শক্তিসংকট দেখা যাবে না। (খ) বায়ুশক্তি উৎপাদনের প্রাথমিক খরচ বেশি হলেও নিয়মিত ব্যবহারের খরচ অত্যন্ত কম। রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় ছাড়া বায়ুকল চালানোর জন্য কোনও ব্যয় হয় না। (গ) এই শক্তির ওপর নির্ভরশীল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণে খুব কম সময় লাগে। (ঘ) বায়ুশক্তি উৎপাদনের ফলে বায়ুমণ্ডলে কোনও ক্ষতিকারক উপাদান মুক্ত হয় না। (ঙ) বায়ুশক্তি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি যথেষ্ট সহজলভ্য।

বায়োমাস শক্তি ব্যবহারের সুবিধাগুলো উল্লেখ কর

ক) বায়োমাস শক্তি পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস। (খ) বায়োমাস থেকে বায়োগ্যাস উৎপাদনের পর পড়ে থাকা জৈব আবর্জনা উত্তম সার রূপে ব্যবহৃত হয়। (গ) বায়োগ্যাস জ্বালানি রূপে ও আলো জ্বালানোর কাজে ব্যবহার করা যায়। বায়োগ্যাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়।

হারিয়ে যাচ্ছে মাটি-খড়ের ঘর

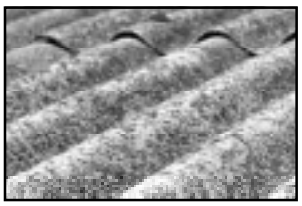

★ **দীপিকা বিশ্বাস ঃ** এখন গ্রামে গঞ্জেও মাটি-খড়ের ঘর লুপ্তের পথে। সরকার মাটির ঘর আর রাখবেন না। মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু সংবাদ খবরের কাগজে দু-একবার প্রকাশ পেলেও এখন পাকা বাড়ির চাঙ্গড় ভেঙে হাত পা মাথা ফাটতে প্রায়ই শোনা যায়। পাকা ঘরও সবক্ষেত্রে নিরাপদ নয়। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে - এখন এই যে পাকা ঘরসহ রাস্তাঘাট বিদ্যুৎ টিউবওয়েল বসিয়ে বৃক্ষ ছেদন করে সর্বত্র উন্নয়নের ধারা অব্যাহত, এতে অবশ্যই মানুষের আরাম ভোগ লালসা বাড়ছে। কিন্তু সমগ্র জীবকূলের সর্বনাশ ঘটিয়ে মানুষ অতি দ্রুত নিজেদের অস্তিত্ব বিলোপের পথ সুগম করে চলেছে।

মানুষের আরাম ভোগ বৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলো 'আমরা' যখন ব্যবহার করতে শুরু করছি বা করে চলেছি, তখন উন্নত দেশগুলো এই আবিষ্কারের ক্ষতিকর দিকগুলো চিহ্নিত করে ত্যাগ করতে চলেছে বা সম্পূর্ণ ত্যাগ করছে। যে ওষুধগুলো উন্নত দেশে নিষিদ্ধ, আমরা এখন বহালতবিয়তে চালিয়ে যাচ্ছি। কোনও প্রতিবাদ নেই। তেমনি এখনও রাসায়নিক সার ওষুধ আমরা ছাড়ছি না। পাতলা প্লাস্টিক এখন বহু দেশে নিষিদ্ধ। এখানে প্লাস্টিক কারখানা বন্ধ করার সামান্য সরকারি উদ্যোগ নেই। আমাদের দেশের বা রাজ্যে প্রধান সমস্যা হল মন্ত্রীরা জ্ঞানের ভিত্তিতে দপ্তর পান না। পান রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তিতে। যিনি 'জীব বৈচিত্র্য' শব্দটি শোনেননি হয়তো তাকে করা হল পরিবেশ মন্ত্রী। আর সবচেয়ে ক্ষতি করছেন আমলারা। যাঁরা মন্ত্রীদের চালনা করেন। সরকার এইসব আমলাদের যখন তখন দপ্তর পরিবর্তন করছেন। ফলে ভুলভাল সিদ্ধান্তে আমরা ভয়ঙ্কর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্ত বাংশানুক্রমে জাতিকে পিছিয়ে দেয়। যেমন ইংরেজি তুলে দেওয়া ছিল এক চরম ভুল এরাজ্যে। আমাদের প্রধান সমস্যা হল - যাঁদের কৃষি শিক্ষা পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে সামান্য ধ্যান ধারণা নেই, তাঁরাই মন্ত্রী আমলা হয়ে দেশ/রাজ্যের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক।

বিজ্ঞানের আবিষ্কার যেমন মানুষের জীবনকে মসৃণ করে আরাম ভোগে ভরিয়ে দিচ্ছে। অন্যদিকে এই আবিষ্কারগুলো বুমেরাং হয়ে ফিরে এসে মানব সভ্যতা ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যেমন - অ্যাসবেস্টস্ আবিষ্কার একসময় মানুষকে স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছিল। কিন্তু ১৯৯৬-এ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) জানায় অ্যাসবেস্টসের গুঁড়ো ক্যান্সার সৃষ্টিকারী। 'অ্যাসবেস্টসিস মেসোথেলোমিয়া' নামে ফুসফুসের রোগ সৃষ্টি করে। আর এখানে এখনও ঘটা করে নতুন নতুন অ্যাসবেস্টসের কারখানা উদ্বোধন হচ্ছে।

'ইন্দিরা আবাস যোজনা' ১৯৮৫-তে শুরু হয়। এখন নাম হয়েছে 'গ্রামীণ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা'। এছাড়া রয়েছে গীতাঞ্জলি, আমার ঠিকানা ও অধিকার। গরিব মানুষের জন্য এই চারটি সরকারি আবাসন প্রকল্প আছে। এইসব যোজনায় সরকার অ্যাসবেস্টসের ছাদ দেওয়া পাকা গৃহ নির্মাণ করে উন্নয়ন ঘটাচ্ছেন। অন্যদিকে অ্যাসবেস্টসের মাধ্যমে অজান্তে সরকার গরিব মানুষদের মধ্যে ফুসফুসের ক্যান্সার রোগ প্রবেশ করানোয়, অধিক দুর্দশা অশান্তির মধ্যে সুস্থ সরল মানুষগুলো অকালে প্রাণ হারাচ্ছে।

সম্প্রতি বাসন্তীর এক বেসরকারি স্কুল ছাত্রছাত্রীদের ১৭ জনের টিম সংস্কৃতি বিনিময় লক্ষে ডেনমার্কে গিয়েছিল ১৫ দিনের জন্য। ওরা ফিরে এসে বলল, ডেনমার্কে কোথাও অ্যাসবেস্টস্ নেই। কুড়ি বছর আগেই ওরা অ্যাসবেস্টস্ নিষিদ্ধ করেছে। চাষিরা ধনী। গ্রামে বাস করে। গ্রামের বাড়িগুলোর কংক্রিটের ছাদ নেই। সবই খড়ের ছাউনি। ওখানে রাসায়নিক সার ওষুধের ছোঁয়া নেই। সবই জৈব। বিজ্ঞানের বহু আবিষ্কার ত্যাগ করে ওঁরা পুরনো দিনে ফেরার চেষ্টা চালাচ্ছেন। আর আমরা অধিকাংশ সময় ব্যয় করছি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় হানাহানিতে। বংশধরদের কথা একবারও চিন্তা করছি না। এখনই সব সরকারি আবাস যোজনায় অ্যাসবেস্টস্ নিষিদ্ধ করা হোক। বন্ধ করা হোক অ্যাসবেস্টসের কারখানা।

বোতল জলে দূষণ

★ মানুষের শরীরে যাচ্ছে ক্ষতিকর প্লাস্টিক কণা। পলিপ্রোপেলিন, নাইলন এবং পলিইথিলিন টেরেপথালেটের মত প্লাস্টিক বর্জ দূষণের কারণ। ১ লিটার জলে লক্ষ লক্ষ মাইক্রোপ্লাস্টি কণা থাকে। **(১৬.৩.১৮)**

নষ্ট হচ্ছে হাওয়া বিদ্যুৎ

★ পরিচর্যার অভাবে নষ্ট হচ্ছে হাওয়া বিদ্যুৎ। ২০০৭ সালে কপিলমুনি মন্দিরের ৫নং রাস্তার পাশে হাওয়া বিদ্যুতের উদ্বোধন হয়। দীর্ঘ ৩ বছর যাবৎ বন্ধ। নষ্ট হয়ে গেছে ৩ খানা পাখা, ১টি বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। **(১৮.১১.১৭)**

বিজ্ঞানের খবর-২৬

দুনিয়া ডট কম

★ ইন্টারনেট অ্যান্ড মোবাইল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার তথ্য অনুসারে, ২০১৭ সালের জুনেই ভারতে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৪৫ কোটি অতিক্রম করেছে। তার উপরেই ভিত্তি করে হয়তো 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'র স্বপ্ন দেখছেন দেশের মন্ত্রী-আমলারা। অথচ দুর্ভাগ্য এই যে, এখনও বহু বাড়িতেই নেই শৌচাগার বা পর্যাপ্ত পানীয় জলের বন্দোবস্ত।

'নিম'কে জাতীয় বৃক্ষের

তিনের পাতার পর

কৃমি নাশ করে। ● রক্তদোষ দূর হয়, পাতা বেটে জল মিশিয়ে পান করলে। ● ডায়াবেটিসে প্রত্যহ সকালে ১০টি পাতা ও ৫টি গোলমরিচ মিশিয়ে চিবিয়ে খেলে নিয়ন্ত্রণে থাকে। ● এক কাপ দুধের সঙ্গে ৫-৭ ফোটা নিমরস মিশিয়ে সকাল-সন্ধ্যা খেলে ক্ষীণদৃষ্টিতে উপকার হয়। চোখ জ্বালায় এক ফোঁটা পাতার রস দিতে হবে পরপর ৩/৪ দিন। ● হাম-বসন্তে চৈত্র-বৈশাখে নিমপাতা বেগুন ভাজা খেলে রক্ষা পায়। ● তরকারিতে খেলে, তিক্ত স্বাদ হওয়ায় ক্ষুধাবর্ধক, পাকস্থলি-অন্ত্রের দুর্বলতা দূর হয়। অরুচিনাশক। খিদে ও শক্তি বাড়ে। ● ঘিয়ে পাতা ভেজে ওই ঘি ক্ষতে লাগালে ক্ষত দ্রুত সারে। ● পাতা ও হলুদ বেটে সরষের তেল মিশিয়ে মাখলে ত্বক উজ্জ্বল হয়। ● অম্লরোগে নিমপাতা গুঁড়ো, আদা, গোলমরিচ সমপরিমাণে মিশিয়ে গুঁড়ো করে এক চামচ করে ৪/৫ দিন খেতে হবে। ● কোষ্ঠবদ্ধতায় ১০ গ্রাম পাতা আধ লিটার জলে ফুটিয়ে এককাপ করে সকালে পান করতে হবে। ● আমাশয়ে ১০ মিলিলিটার নিমপাতার রস পান। ● যকৃতের অসুখে ২৫ গ্রাম নিমপাতা মিশিয়ে ৩০০ মিলিলিটার জলে ফুটিয়ে দিনে ৩/৪ বার ৩০ মিলিলিটার পরিমাণ পান করতে হবে। ● ব্রণতে পাতা বেটে মধু মিশিয়ে প্রলেপ দিতে হবে। ● শ্বেতস্রাবে রস একচামচ জিরে গুঁড়ো ১ গ্রাম মিশিয়ে খেতে হবে। ● চুল ওঠায় ৫০ গ্রাম পাতা ২ লিটার জলে ফুটিয়ে মাথা ধুতে হবে সপ্তাহে ৩ দিন। রক্তের উচ্চচাপে এক চামচ রস এক সপ্তাহ পান করতে হবে।

নিমছালের তলায় যে ছাল থাকে তার গুঁড়ো জ্বরে উপকারী। মূলের ছাল সিদ্ধ করে পানে ঋতু পরিষ্কার হয়। ছালের রস ক্ষত চর্মরোগে উপকারী। নিমফুল ভাজা উপাদেয়, স্বাস্থ্যকর। নিমফল পাকলে হলুদ, মিষ্টি। পাখির খাদ্য। গরু-ছাগলের প্রিয় হলেও মানুষের পক্ষে বিষাক্ত। মধ্যপ্রাচ্যে বাত, মাথাধরা, হিস্টিরিয়ায় ব্যবহৃত হয়। ফল জল ঘষে ব্রণ বা ফুসকুড়িতে দিলে দ্রুত উপশম হয়। ভক্ষণে দাস্ত বন্ধ হয়। শাঁসের গুঁড়ো শস্যে মিশিয়ে রাখলে পোকা ধরে না। পাকা ফলের শাঁসের গুঁড়ো কাঁচার তুলনায় অধিক কার্যকরী। বীজ থেকে মালা তৈরি হয়।

নিম তেল বার হয় বীজের গাম বের করে ঘানিতে পিষে। পাতা থেকেও তেল হয় যা ক্ষতে উপকারী। ধানগাছে এই তেল ছিটিয়ে দিলে পোকা কম হয়। নিম তেল পঙ্গপাল তাড়াতে সক্ষম। বার্নিস ও প্রসাধন প্রস্তুতিতে ব্যবহার হয় যেমন সাবান, ক্রিম, কেশতেল। ত্বকের পোড়া ঘা, ঝলসানো ঘা, খোস পাঁচড়া, দাঁতের পায়োরিয়া নিরাময়ে কাজ করে। ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজির বিজ্ঞানীরা বলেছেন – ডিজেলের সঙ্গে ৩৫ শতাংশ নিমতেল ব্যবহারে ২৮ ডিজেল ব্যবহার কমানো যায়। নিমবীজের মার্গোসা তেলে আছে ফলিক অ্যাসিড (৪৯-৬১.৯%), পামিটিক অ্যাসিড (১২-১৫%), জিরোথিক অ্যাসিড (১৪-২৩%) ফলে সাবান তৈরিতে কাজে লাগে। নিম সাবান চর্মরোগে ব্যবহার হয়। মার্গোস তেল ডায়াবিটিসে উপযোগী, বলেছেন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগণ। ১০০ গ্রাম নারকেল তেল একমুঠো নিমপাতা দিয়ে ফোটালে রং সবুজ হলে, স্নান শেষে লাগালে চুল উঠবে না।

নিমকাঠ শক্ত, ছত্রাক বা ঘুণ ধরে না। এই কাঠ থেকে কাগজ তৈরি হয়। নিম কেক নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম থাকায় পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহার না করে সার হিসাবে প্রয়োগ করা ভালো। নিম কেক মশার লার্ভা ধ্বংস করে। ব্রাস-পেস্টের চেয়ে নিমের দাঁতন বহুলাংশে উপকারী। দাঁত ছাড়াও পাকস্থলীর আলসার থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়। নিমডাল চিবানোয় দাঁত ও মাড়ির ব্যায়াম হয়। রক্ত সঞ্চালন বেড়ে জীবাণু প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। ডালে আছে ফেনোলিক বা ফ্লাবেনয়েড যৌগ, এরা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট, জীবাণু ধ্বংসকারী, পেটে পৌঁছে আলসার সারায়, চোখের জ্যোতি বাড়ে। নিমতেল ৩০ সেকেণ্ডের মধ্যে শুক্রাণু ধ্বংস করতে পারে। এর থেকে গর্ভনিরোধক ইঞ্জেকশন হয়েছে, ডোজ অনুযায়ী কাজ করবে কয়েক মাস। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইমিউনোলজি জানিয়েছে নিমতেলে ২৮ উপাদানের একটি 'প্রনিম' এক্ষেত্রে ব্যবহার হয়েছে। নিমতেল থেকে জন্ম-নিরোধক বড়ি তৈরি হয়েছে। নিম থেকে পুরুষ উপযোগী জন্মনিরোধক তৈরির কাজ চলছে। ১৯৮০-তে কীটনাশক হিসাবে প্রমাণিত। পতঙ্গের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী অন্তত ২২টি যৌগ আছে। যেমন অ্যাজাডিরাক্টল, মেলিয়ানোন, নেমিসিডিন, বেসপেট ইত্যাদি। **এরপর ৭ পাতায়**

অলৌকিক-২৩

পাখির ভাষায় কথা বলে গ্রামের সকলেই

★ শব্দই যে ভাব প্রকাশের শেষ কথা তা আরও একবার প্রমাণ করেছে তুরস্কের কুস্কয় আর স্পেনের লা গোমেরা থেকে ভারতের চেরাপুঞ্জির কংথং। ভৌগোলিক অবস্থানে তিনটি জায়গা তিনটি পৃথক দেশের হলেও তাদের ভাব প্রকাশের মাধ্যম কিন্তু একটা 'পাখির ডাক'। সেটাই তাদের মিলিয়ে দিয়েছে এক জায়গায়। মেঘালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে ছোট্ট একটি গ্রাম কংথং। শুধুমাত্র কথা বলার মাধ্যমটাই এদের এক করে দিয়েছে। মিলিয়ে দিয়েছে তুরস্ক আর স্পেনের সঙ্গে। ভাষাবিদ পবিত্র সরকারের দাবি, পাখির ডাকে কথা বলাটা একটি আমেরিকান ট্র্যাডিশন, আমেরিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের একদল আদিবাসী প্রজাতির মধ্যে নাকি এই ভাবে কথা বলার প্রচলন রয়েছে। সেকারণেই পাখির ডাকই তাদের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হওয়া উচিত। কোনও কারণে সেই ধারণাটাই চেরাপুঞ্জির এই গ্রামের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই ধারণা মেনে নিয়েই তারা পাখির ডাকে কথা বলাটা দৈনন্দিন জীবনের অভ্যাসে পরিণত করেছেন। এখানকার বাসিন্দারা এভাবে কথা বলাটাকেই নিজেদের পরিচিতি বলে মনে করেন। ঠিক একইভাবে তুরস্কের কুস্কয় এবং স্পেনের লা গোমেরার বাসিন্দারা অনায়াসে কথা বলে চলেন পাখির ডাকে। এতে অপরের সঙ্গে কুশল বিনিময় থেকে শুরু করে ফোন নম্বর আদান-প্রদান সব কিছুই হয় পাখির ডাকের মাধ্যমে। স্পেনের লা গোমেরায় আবার পাখির ডাক শেখানোর আলাদা স্কুল আছে। সেখানে গ্রামের শিশুদের পাঠান তাদের মা-বাবারা। সঠিক ডাক সঠিকভাবে নকল করা শেখানো হয় সেখানে। কুস্কোয়ের বাসিন্দা নাজমিয়া কাকির বংশ পরম্পরায় এখানেই থাকেন। ঠাকুরদা-ঠাকুমার কাছে শিখেছিলেন এই ভাষা। তারপর থেকে আর কখনও অসুবিধা হয়নি। পাখির ডাকে কথা বলেন মানে এমন নয় যে তাদের নিজস্ব ভাষায় তারা কথা বলতে পারেন না, বা বলেন না। গোপন কথা বলতে গেলে কিন্তু মাতৃভাষাই ভরসা। পাখির ডাকে কথা বলাটা অনেকটা তাদের অভ্যাসের মতো। পাহাড়ি এই গ্রামের পেশা বলতে একটাই, চাষবাস। পাখির ডাকও তো একটা ভাষা। যার সঙ্গের মনের যোগ রয়েছে, বিশ্বাস করেন তারা। শব্দ তো ব্রহ্ম, হোক না সে পাখির ডাক। **(৬.১.১৮)**

এখনও মেয়েরা-২৭

নারী পাচার নিয়ে সোচ্চার পাচার হওয়া মহিলারা

★ বছর কয়েক আগের কথা। বাগদার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম। এই গ্রামেরই মেয়ে অর্পণা মল্লিক (১৭)। প্রেমে পড়ল এক বাংলাদেশি যুবকের। আর সেই প্রেমের টানেই প্রেমিকের হাত ধরে ঘর ছাড়ল অপর্ণা। প্রেমিক অপর্ণাকে মহারাষ্ট্রে নিয়ে গিয়ে বেচে দেয় নিষিদ্ধপল্লীতে। কয়েক বছর পর স্থানীয় মানুষের চেষ্টায় বাড়ি ফিরে আসেন অপর্ণা। তাঁর মতোই স্বরূপনগরের রুম্পা খাতুন, বসিরহাটের রাবেয়া খাতুন পাচার হয়েছেন। এখনও হচ্ছেন। গত কয়েক বছর ধরে ৮টি স্বেচ্ছাসেবি সংস্থার হাত ধরে উত্তর ২৪ পরগনা ১২১ জন পাচার হয়ে যাওয়া এমন নারীকে বাড়ি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। তাদের মধ্যে থেকে ১৯ জন মহিলাকে নিয়ে 'উত্থান' নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। এই সংস্থার মূল কাজ হল পাচার হয়ে যাওয়ার পর যেসব মেয়েরা বাড়ি ফিরে আসছেন, তারা যাতে আগের মতো সুস্থভাবে সমাজের মূলস্রোতে মিশে গিয়ে বেঁচে থাকতে পারেন, সরকারি সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পেতে পারেন, আইনি সহায়তা পেতে পারেন তার ব্যবস্থা করা। যারা ফিরে এসে আইনি সহায়তা নিয়ে এইসব পাচারকারীদের শাস্তির জন্য লড়াই করেন, তাদের এবং তাদের পরিবারকেও হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে। এইসব কারণে তারা এখন একজোট হয়ে নিজেদের দাবিতে সরব হচ্ছেন। **(২৯.৫.১৮)**

কন্যা হওয়ায় স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিল

★ বছর ছয়েক আগে ফরাক্কার বেনিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মৎস্যজীবী পাড়ার বাসিন্দা শম্পা মণ্ডলের বিয়ে হয় সামশেরগঞ্জ থানার ধূলিয়ান লালপুরের বাসিন্দা মনোজ মণ্ডলের। শম্পা মণ্ডলের পণের টাকায় মনোজ একটি টোটো গাড়ি কিনে সংসার চালায়। সিজার করে দুটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে। বর্তমানে তাদের একজনের বয়স তিন এবং আর একজনের বয়স সাড়ে চার বছর। ক্ষিপ্ত ছেলে সন্তান হওয়ার আসায় প্রহর গুনছিলেন তার স্বামী ও পরিবারের লোকজন। কিন্তু সিজার করে জন্ম দেওয়ার কারণে আর সন্তান হওয়ার কোনও আশা নেই। ফলে কিন্তু হয়ে লাগাতার শম্পার উপর অত্যাচার শুরু করে তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন। বাড়ির সবাই তাকে মারধর করে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে দুই শিশুকন্যা সহ ঘরের বাইরে বের করে দরজা বন্ধ করে দেয়। রাতেই অসহায় ছোট ছোট দুটি শিশুকন্যাকে সঙ্গে করে শম্পা কোনওক্রমে বাসে চেপে ফরাক্কায় বাবার বাড়ি বেনিয়াগ্রাম মৎস্যজীবী পাড়ায় চলে আসেন শম্পা। পরদিন ফরাক্কা থানায় শ্বশুর, শাশুড়ি, স্বামী ও ননদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা। **(৮.৫.১৮)**

টাকা থাকলে বউ কেনা যায়

★ নাইজেরিয়ায় এখনও নিত্যদিনের ঘটনা। দেশটির বেশেরে সম্প্রদায় সহ কয়েকটি সম্প্রদায়। দারিদ্রপীড়িত পরিবারের শিশুদের কিনে থাকেন প্রভাবশালীরা। অর্থের বিনিময়ে শিশুকন্যাদের বিয়ে দেওয়া একটি প্রচলিত প্রথা। স্থানীয় মিশনারি ও শিশু অধিকার আন্দোলনকারী পেস্টর রিচার্ড বলেছেন, মানি উওম্যানের কোন সম্মান থাকে না। স্কুলে যাওয়ার অনুমতি নেই। ঠিকঠাকভাবে খেতেও দেয় না। গর্ভবতী হলে বাবা-মায়ের বাড়ি যাওয়ার সুযোগ থাকে না। শিশুকন্যারা স্বামীর পরিবারের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। আশ্চর্যের এই বিষয়গুলি ঐ দেশের আইনে স্বীকৃত। **(১২.৯.১৮)**

বিধবা বিয়ে করলে ২ লাখ

★ বিধবাকে বিয়ে করলে এককালীন ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। এই সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে মধ্যপ্রদেশ সরকার। ১৮ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে বয়স এমন বিধবাকে বিয়ে করলে এই আর্থিক অনুদান মিলবে। প্রাথমিকভাবে এই প্রকল্পের জন্য ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু পাত্রকে অবশ্যই অবিবাহিত হতে হবে। এই প্রকল্প চালু হলে বছরে প্রায় এক হাজার বিধবার বিয়ে সম্ভবপর হবে। উল্লেখ্য গত জুলাই মাসে সুপ্রিম কোর্ট বিধবা বিবাহে উৎসাহ দিতে কেন্দ্রকে একটি নীতি রূপায়ণ করতে নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন হলো - এই টাকার লোভে যারা এই বিয়ে করছে এই টাকা খরচ হয়ে গেলে মধুর সম্পর্ক তিক্ত হয়ে যাবে নাতো? **(১০.১১.১৭)**

বাংলাদেশ-২২

তুলো আমদানিতে বাংলাদেশ শীর্ষে

★ তুলো আমদানিতে শীর্ষে বাংলাদেশ। আগে এই তালিকার শীর্ষে ছিল চিন। বাংলাদেশের গার্মেন্টস কারখানাগুলোকে কাপড়ের বেশিরভাগই বিদেশ থেকে আমদানি করা হত। এখন নিজেরা চাহিদা পূরণ করছে। যে পরিমাণ তুলো দরকার তার ৯৭ শতাংশ আসে ভারত, পাকিস্তান, উজবেকিস্তান ও আফ্রিকার দেশগুলো থেকে। বাংলাদেশে বছরে ৬৫ লক্ষ বেলতুলোর দরকার হয়। এখন ৪২৫টি স্পিনিংমিল ও ৮০০টির মত টেক্সটাইল কারখানা। এখন গার্মেন্টস খাতের রপ্তানি আয় বছরে ৩০০ কোটি ডলার। বাংলাদেশে ৮০ লক্ষ হেক্টর কৃষিজমি। তাতে তুলো চাষ করলে মানুষের খাদ্যের যোগান ব্যহত হবে। **(২৮.২.১৮)**

'নিম'কে জাতীয় বৃক্ষের

ছয়ের পাতার পর

সালফার থাকায় কীটনাশক ধর্ম পরিলক্ষিত। কীটনাশক ম্যালাথিয়নের সমান কার্যকরী। অন্তত ২০০টি কীটপতঙ্গের ওপর কার্যকারিতা প্রমাণিত। ১০০ কেজি শস্যের ওপর ৮০০ গ্রাম নিমতেল স্প্রে করলে পোকার আক্রমণ বন্ধ হয়। বড় বড় কোম্পানি কীটনাশকে নিম ব্যবহার করছে। পরন্তু পশুর নিরাপদ খাদ্য। ১৯৭৫ থেকে সারা পৃথিবীতে নিম-গবেষণা চলছে।

মানুষ প্রকৃতিকে ধ্বংস করে দূষণ বৃদ্ধি করে চলেছে। দূষণ থেকে রক্ষা পেতে প্রয়োজন নিমগাছ। পাতায় ধূলিকণা জমা হয়। বিষাক্ত সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড শোষণ করে। ডিডিটি ব্যবহারে পরিবেশ দূষিত, ভাঙছে পরিবেশের ভারসাম্য। এর থেকে ক্যানসার হচ্ছে। নিম নিরাপদ কীটনাশক, মানুষের ক্ষতি করে না। এতে কিছু উপাদানের কৃত্রিম উৎপাদন সম্ভব হয়নি। প্রবাদ আছে নিমগাছ যেথায় মানুষ মরে না সেথায়। নিম আমাদের পরম বন্ধু। নিম নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চলেছে অন্তত ১২টি দেশে। যেমন– জার্মান, আমেরিকা, ঘানা, নাইজেরিয়া ইত্যাদি অথচ ভারত নিম সম্পর্কে উদাসীন। নেই কোন পরিকল্পনা। নিম চাষ করতে হয় না, সার সেচ লাগে না। বীজ বাতাস ও পাখি বাহিত। গ্রামাঞ্চলে দেখি নিমফল পাখি খেয়ে নিচ্ছে, মাটিতে পড়ে নষ্ট হচ্ছে, নিমলফল সংগ্রহ করতে কোথাও দেখলাম না। ফলে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েই চলেছে। উদাসীন রাজ্য সরকারও। ব্লক ভিত্তিক সূর্যমুখী, গম সরকারি উদ্যোগে চাষ হচ্ছে। নিম বীজ সংগ্রহে নেই কোনও সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ। নিমের গুরুত্ব বুঝতে আর কতদিন লাগবে? গ্রামে প্রতি পরিবারে অন্তত একটি নিমগাছ উৎপন্ন করে, বিশেষ করে জৈব কীটনাশক হিসাবে এর ফল ইত্যাদির সঠিক ব্যবহার শুরু করলে, পারিবারিক আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধির সঙ্গে রক্ষা পাবে পারিবারিক স্বাস্থ্য, রক্ষা পাবে পরিবেশ। সুতরাং নিমকে জাতীয় বৃক্ষের মর্যাদা দেওয়া হোক।

শিক্ষা-১০

পড়া মনে রাখার ১০টি কৌশল

★ ১) **পড়তে বসার আগে দশ মিনিট হাঁটা** — পড়ার টেবিলে বসার আগে মিনিট দশেক হাঁটলে বা হালকা ব্যায়াম করলে মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতা বাড়ে। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় দেখা গেছে পড়ার আগে দশ মিনিট হাঁটলে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা প্রায় দশ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যায়। ২) **পড়ার প্রতি আকর্ষণ** — যে বিষয়টি পড়বে তার প্রতি আকর্ষণ জাগাতে হবে। বিজ্ঞানীদের মতে মানুষ কোনও কিছুর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করলে তা সহজেই মস্তিষ্কে স্মৃতিতে রূপান্তর হয় এবং তা দীর্ঘস্থায়ীও হয়। ৩) **কালারিং বা মার্কার পেন ব্যবহার** — করে দাগ দিয়ে পড়া। মার্ক করার ফলে শব্দ বা বাক্যের প্রতি আকর্ষণ ও আগ্রহ বাড়ে। ৪) **বার বার পড়া ও অভ্যাস করা** — আমাদের মস্তিষ্ক ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিগুলোকে তখনই দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে পরিণত করে যখন তা বারবার ইনপুট করা হয়। বারবার ইনপুট হলে ব্রেইণের স্মৃতি গঠনের পরিবর্তন হয়। তা দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি তৈরিতে সাহায্য করে। ৫) **লিখে বা ছবি এঁকে পড়ার** অভ্যাস করলে বেশি মনে থাকে। ৬) **কনসেপ্ট ট্রি ব্যবহার করে পড়া** — কোনও বিষয়ে পড়ার আগে অধ্যয়নগুলোকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে নিয়ে পড়লে সুবিধা হয়। ৭) **পড়ার জন্য সঠিক সময় নির্বাচন** — দিন রাত পড়লেই পড়া মনে থাকে না। বিকালের দিকে ও রাতে পড়া ভাল। ৮) **নিমনিক তৈরি করা** — আমাদের মগজ অগোছালো জিনিস মনে রাখতে পারে না। ছকে বা কবিতার ছন্দে সাজিয়ে নেওয়াকে নিমনিক বলে। ৯) **পর্যাপ্ত ঘুম** — একজন সুস্থ মানুষের দিনে আট ঘণ্টা ঘুমানো উচিত। ১০) **অন্যকে শেখানো** — অন্যদের শেখানোর ফলে নিজের দক্ষতা প্রকাশ পায় এবং পড়াটি ভালোভাবে আয়ত্ত হয়ে যায়।

জয়ন্তী — সঠিক অর্থ জানুন

★ ২৫ বছর পূর্তিকে বলা হয় রজত জয়ন্তী
৫০ বছর পূর্তিকে বলা হয় সুবর্ণ জয়ন্তী
৬০ বছর পূর্তিকে বলা হয় হীরক জয়ন্তী
৭৫ বছর পূর্তিকে বলা হয় প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী
১০০ বছর পূর্তিকে বলা হয় শতবর্ষ জয়ন্তী
১৫০ বছর পূর্তিকে বলা হয় সার্ধশত জয়ন্তী
২০০ বছর পূর্তিকে বলা হয় দ্বি-শতবর্ষ
১০০০ বছর পূর্তিকে বলা হয় সহস্রাব্দ

পিয়ালির স্কুলে স্লোভেনিয়ার রাষ্ট্রদূত

★ পিয়ালির ভিন্ন ধারার স্কুল দেখে অভিভূত স্লোভেনিয়ার রাষ্ট্রদূত। বিদেশিদের অর্থানুকূল্যে দশ বছর ধরে স্কুল চালাচ্ছেন চাম্পাহাটির যুবক আর স্লোভেনিয়ার তরুণী। রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী বলেন 'ভারতে শিক্ষা বিস্তারে স্লোভেনিয়ার দেশের ভূমিকা সত্যই বড় ব্যাপার।' রাষ্ট্রদূত বলেন স্বামী স্ত্রী মিলে যা করছেন তা সিনেমার রসদ হতে পারে। **(২২.২.১৮)**

লিঙ্গ নিরপেক্ষ হল জাতীয় সংগীত

★ কানাডার জাতীয় সংগীতকে লিঙ্গ নিরপেক্ষ করে তোলা হল। তোমার সকল পুত্রের মধ্যে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলে। সেখানে হলো আমাদের সকলের মধ্যে। বারো বছর বিল পাশ হয়নি। এতদিনে আইনে স্বাক্ষর পড়ল। **(২৫.২.১৮)**

যে ভাষায় মাত্র ৩ জন

★ ইন্দোনেশিয়ান এই ভাষাতে কথা বলে মাত্র ৩ জন। এই 'বাদেশি ভাষা' অনেক বছর ধরে উত্তর পাকিস্তানের একটি গোষ্ঠীর মুখেই টিকে আছে। ২ জনের মৃত্যু হলেই পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যাবে 'বাদেশি ভাষা'। **(২৫.২.১৮)**

দুই দেশ, একটি দ্বীপ

★ ইউরোপের ফ্রান্স ও স্পেন এই দুটি দেশের সীমান্তে রয়েছে বিদাসোয়া নামে একটি নদী। আর এখানেই আছে ফিজন্ত নামের এক দ্বীপ। তবে চুক্তির মাধ্যমে ছয় মাস অন্তর এই দ্বীপটি হাত বদল হয়ে প্রতিবেশী দুদেশের অধীনে থাকে। আর এভাবেই দ্বীপটি কখনও চলে ফ্রান্সের শাসনে তো কখনও স্পেনের। বিশ্বে একই জায়গায় দুই দেশের যৌথ শাসনের চুক্তি সফল হওয়ার বিরল দৃষ্টান্ত ৩,০০০ বর্গমিটারের ফিজন্ত দ্বীপ ব্যতিক্রম। **(৬.২.১৮)**

নীতিবিজ্ঞান-২৪

কুরান জমা দাও - নির্দেশ চীনের

★ চীনের মুসলিমদের ধর্মীয় পরিচিতি মুছে দেওয়ার জন্যে প্রবল চাপ সৃষ্টি করেছে সরকার ও পুলিশ। চিন সরকার মুসলিম অধ্যুষিত শিনজিয়াং প্রদেশে নির্দেশ জারি করেছে মুসলিমরা এখানে নিজেদের কাছে পবিত্র কুরআন রাখতে পারবে না। এর আগেও এ ধরনের আরও নির্দেশনামার মাধ্যমে এবং মূল ভূখন্ডের চিনা নাগরিকদের শিনজিয়াং-এ এনে ভূমিপুত্র মুসলিমদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করায় প্রবল অপচেষ্টায় রত রয়েছে চিন সরকার। ১৯৪৯ সালে চিন এই এলাকার দখল কায়েম করেছিল। **(২.১০.১৭)**

প্রশ্ন উত্তর - ২৯

১০১) দাক্ষিণাত্যের ক্ষত হয় কার আমলে? (১০২) রঙ্গিলা খানকে কি বলা হয়? (১০৩) পুষ্যভূতি রাজাদের রাজধানী কোথায় ছিল? (১০৪) পরমেশ্বর পরমভট্টরক মহারাজাধিরাজ উপাধি কে নেন? (১০৫) পল্লব বংশের শেষ রাজা কে ছিলেন? (১০৬) আরবরা সিন্ধু বিজয় করেন কত সালে? (১০৭) ভারতের প্রথম মুসলিম আক্রমণকারী কারা? (১০৮) তরাইনের প্রথম যুদ্ধ হয় কত সালে? (১০৯) মিতাক্ষরা আইন কে রচনা করেন? (১১০) অদ্ভুত সাগর কে রচনা করেন? (১১১) ধীমান কে? (১১২) গঙ্গোইকোন্ড উপাধি কে গ্রহণ করেন? (১১৩) তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ হয় কত সালে? (১১৪) মর্লেমিন্টো সংস্কার হয় কত সালে? (১১৫) নাগানন্দ কে রচনা করেন? (১১৬) মালবিকাগ্নিমিত্রম কে লেখেন? (১১৭) মেগাস্থিনিস কার আমলে ভারতে আসেন? (১১৮) রাষ্ট্রকূট বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন? (১১৯) ক্যাপ্টেন হক্সিন কার সময় ভারতে আসেন? (১২০) মিলিনন্দপঞ্হ কে লেখেন? (১২১) ভারতে প্রথম স্বর্ণমুদ্রা কারা চালু করে? (১২২) বজ্রসূচী কে রচনা করেন? (১২৩) মহেন্দ্রাদিত্য উপাধি কে গ্রহণ করেন? (১২৪) ফা হিয়েন কত বছর ভারতে ছিলেন? (১২৫) অভিজ্ঞান শকুন্তলম এর রচয়িতা কে?

গত সংখ্যার (নভেঃ-ডিসেঃ) উত্তর

৭৬) দয়ানন্দ সরস্বতী (৭৭) কেশব চন্দ্র (৭৮) কেশব চন্দ্র (৭৯) নিমাই এর (৮০) বৈষ্ণব (৮১) ব্রহ্মচর্য (৮২) পোদ্দন (৮৩) প্রথম দেবে রায়ের আমলে (৮৪) ফিরোজ শাহ (৮৫) ১৮০০ সালে (৮৬) ১৮৩৫ সালে (৮৭) ১৮৫৪ সালে (৮৮) বেন্টিঙ্কের আমলে (৮৯) ১৭৮১ সালে (৯০) ওয়ারেন হেস্টিংস (৯১) লর্ড কর্নওয়ালিস (৯২) ১৭৮৩ সালে (৯৩) ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে (৯৪) ইংরেজ ও টিপু সুলতানের মধ্যে (৯৫) টিপু ও কর্নওয়ালিস এর মধ্যে (৯৬) ১৭৯৩ সালে (৯৭) লর্ড হেস্টিংস এর আমলে (৯৮) ১৭৭৬ সালে (৯৯) ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে (১০০) ১৭৭০ সালে।

শরীর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা-২৬

ব্লাড ব্যাঙ্কের উদ্বৃত্ত প্লাজমা বিক্রি

★ বছর কয়েক আগে রাজ্যের বিভিন্ন বড় বড় সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্ক উদ্বৃত্ত প্লাজমা নষ্ট করে দিত। কখনও দু'শো, কখনও দু'হাজার ইউনিটও নষ্ট করা হত। দানের রক্ত থেকে 'কম্পোনেন্ট সেপারেশন'-এর মাধ্যমে এই প্লাজমা তৈরি হয়। কিন্তু, পরিকল্পনা, ঠিকমতো সারাক্ষণ এবং চাহিদা আর জোগানের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অভাবের জন্য নষ্ট করা হত মহার্ঘ এই রক্তের উপাদান। এরপর ২০১৪ সালের শেষদিকে মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্য দপ্তর সিদ্ধান্ত নেয়, উদ্বৃত্ত প্লাজমা বিক্রি হোক। সেই অর্থ সরকার জনমুখী কাজে ব্যয় করবে। ২০১৫ থেকে ২০১৭ — এই তিন বছরে এই উদ্ভাবনী প্রকল্পে অভাবনীয় সাফল্য এসেছে। শুধুমাত্র রাজ্যের বিভিন্ন বড় ব্লাড ব্যাঙ্ক ও আঞ্চলিক রক্ত সঞ্চালন কেন্দ্রের উদ্বৃত্ত প্লাজমা বিক্রি করে সরকারের ঘরে এসেছে আনুমানিক ১০ কোটি টাকা। প্রতি লিটার প্লাজমার জন্য রাজ্য ১৬০০ টাকা পায়। ২০১৭ সালে উদ্বৃত্ত প্লাজমার দাম প্রতি লিটারে বেড়ে হয় ১৮০০ টাকা। চিকিৎসকরা জানান, রক্তের মারাত্মক সংক্রমণ সেপ্টিসেমিয়া হয়ে রোগীর ডিআইসি বা ডিসিমিনেটেড ইন্টারভাসকুলার কোয়াগুলেশন হলে, অগ্নিদগ্ধ রোগীর শরীর থেকে প্রচুর ফ্লুইড বেরিয়ে গেলে, কারও দেহে রক্ত জমাট বাঁধার উপাদান ফাইব্রিনোজেনের খুব ঘাটতি থাকলে প্লাজমা অত্যন্ত জরুরি। এই প্লাজমা থেকে তৈরি করা হয় হিউম্যান অ্যালবুমিনের মতো প্রাণদায়ী ওষুধ। **(৩১.১.১৮)**

অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কী ও কেন খাবেন

★ কিছু খাবারদাবারে এল কানোসাইন, ক্যারোটিনয়েডস, কো-এনজাইম কিউ-১০, গ্রিন টি, ভিটামিন-এ, বি, সি, ই, সেলেনিয়াম, সয় ও আইসোফ্ল্যাভোনস, জিংক ইত্যাদি নানা ধরনের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বেশি থাকে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট একধরনের অণু যা অন্য অণুর জারণে বাধা দেয়। আমাদের শরীরের ধারাবাহিকভাবে জারণ ঘটতে থাকলে কোশের ক্ষয় হয়, যা সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে গোটা শরীরকে। কিন্তু শরীরে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অণু থাকে তাহলে তা অন্যান্য অণুর জারণ আটকে দেয়। আরও পরিস্কার করে বললে, শরীরের ক্ষতিকর অণুর সঙ্গে লড়াই করে কোশের ডিএনএকে সুরক্ষিত রাখে এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অণু। চোখে-মুখে-ত্বকে বয়সের ছাপ পড়ে না, বয়সের কারণে রোগভোগও সেভাবে বাসা বাঁধে না।

ব্লুবেরি ঃ এতে যেসব উচ্চমানের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে তা সুস্থ রাখে হার্টকে। করোনারি হার্টের রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কমায়। এছাড়া এটা রক্তে শর্করার মাত্রা ঠিক রাখে। ফলে ডায়াবেটিসের রোগীদের ক্ষেত্রে উপকারী।

স্ট্রবেরী ঃ এতে যেসব প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে, সেগুলো দৃষ্টিশক্তি ও ত্বককে ভালো রাখে। পাশাপাশি রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রায় সমতা বজায় রাখে।

আলুবখরা ঃ পছন্দের খাবার না হলেও এটা কিন্তু ফাইবার ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের ভালো উৎস।

গ্রিন টি ঃ ফল, সবজির পাশাপাশি গ্রিন টি'তে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট জীবাণুর সঙ্গে লড়াই করে।

ঘুম নেই চোখে

★ ২০১৬ সালে একটি ভোগ্যপণ্য সংস্থার সমীক্ষায় দেখা যায়, ১০০ জনে ৯৩ জন ভারতবাসীই পর্যাপ্ত ঘুমোতে পারেন না। ৫৮ শতাংশ ভারতবাসীই তাই কাজে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। সমীক্ষা হয়েছে যাদের নিয়ে তাদের ১০ জনের ৮ জনেই স্বীকার করেছেন, রাতে ভালোভাবে ঘুম হয় না তাদের। ৫৪ শতাংশই স্বীকার করেছেন রাতে অন্তত তিন-চার বার ঘুম ভেঙে যায় তাদের।

ডেনমার্ক-২৬

সুখী ডেনমার্ক

★ সুখী কাকে বলে? একথা যে কাউকে জিজ্ঞাসা করলে তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে রাশি রাশি স্বপ্ন। যেখানে দুঃখ বলে কোনও কিছু থাকবে না। থাকবে না কোনও চিন্তা। সবসময় আনন্দে কাটানো যাবে। এমন কোনও জায়গায় অস্তিত্ব কি সত্যিই পৃথিবীতে আছে? এ প্রশ্নের একটাই উত্তর ডেনমার্ক। আপনার সুখে থাকার যাবতীয় বিবরণ মিলে যাবে এখানে এলে। সে কারণেই টানা সাত বছর ধরে বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশের শিরোপা পেয়ে আসছে ডেনমার্ক। খুব অল্প সংখ্যক লোকের বাস এই দেশে। যে যার মতো থাকেন তারা। রোজগার থেকে চিকিৎসা কোনও কিছুরই চিন্তা করতে হয় না দেশের বাসিন্দাদের। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা একেবারেই বিনামূল্যে পান তারা। এখানকার প্রবীণদের অবসর ভাতা বা পেনশন বিশ্বের যে কোনও দেশের থেকে উন্নতমানের। অর্থাৎ বৃদ্ধ বয়সের মূল চিন্তাটাই এখানকার বাসিন্দাদের করতে হয় না। এখানেই শেষ নয়, নিজেদের এই অবস্থান বজায় রাখতে এই দেশের বাসিন্দারা নিয়মিত কর প্রদান করেন। তাতে কোনও কারচুপি আজ পর্যন্ত হয়নি। এককথায় সুখী জীবন বলতে মানুষ যা কল্পনা করে থাকেন তার সব উপকরণ এই দেশে রয়েছে।

ভেষজ সম্রাট নিম

★ **সাহানওয়াজ সরদার ঃ** নিমের মতো বহুমুখী ব্যবহার দ্বিতীয় কোনও উদ্ভিদের নেই। নিম রাসায়নিক সার ওষুধের পুরোপুরি বিকল্প হিসাবে ব্যবহার হতে পারে। নিমের অপরিসীম গুরুত্বের জন্য জৈবস্বত্ব চুরি হয়ে যাচ্ছিল। একটানা ১০ বছরের চেষ্টায় ভারতীয় নিমের জৈবস্বত্ব বাঁচাল বেলজিয়ামের প্রাক্তন স্বাস্থ্যকর্মী মেগদা অ্যালেভয়েট, ভারতীয় পরিবেশ আন্দোলনের নেত্রী বন্দনা শিব ও জার্মানির জৈব-কৃষি আন্দোলনের নেত্রী লিন্ডা বুলার্ড। সম্প্রতি বেলজিয়ামের দৈনিক 'লেভায়েরে'কে উদ্ধৃত করে আইএনইপি-র খবর ও ইউরোপিও পেটেন্ট অফিস (ইপিও)-এর সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলই বিশ্বব্যাপী নিমের জৈবস্বত্ব চুরি হওয়া রুখে দিয়েছে। অসাধারণ এই সাফল্যের স্বীকৃতি দিতে ৩ মহিলাকে পুরস্কৃত করেছে এই পেটেন্ট সংস্থা। গত ১২ ডিসেম্বর ১৯৯০ ডব্লু আর গ্রেস নামে এক বহুজাতিক ওষুধ সংস্থা ও আমেরিকা সরকার ইপিও-র কাছে ইউরোপে নিমের স্বত্ব পেতে আবেদন করে। ইপিও ১৯৯৪-এর ১৪ সেপ্টেম্বর ওদের নিমের স্বত্ব দিয়ে দেয়। গত ৮ মার্চ '০৮ এই প্রথম জৈবস্বত্ব চুরির দায়ে কোনও পেটেন্ট পাওয়ার পরও বাতিল হল।

এক গহনার নাম ছিল 'নিম ফল'। নিম ব্রহ্মদেশের উদ্ভিদ। বহু পূর্বে এদেশে এসেছে। ভারতে প্রায় সর্বত্র দেখা যায়। সৌদি আরবের আরাফত সমভূমিতে হজযাত্রীদের ছায়ার জন্য ২০ বর্গকিমি জায়গায় ৫০ হাজার নিমগাছ পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ বাগান।

নিমকাঠে ঘুণ ধরে না। কীটনাশক হিসাবে প্রমাণিত নিম। পতঙ্গের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী ২২টি যৌগ আছে নিমের মধ্যে। সালফার থকায় কীটনাশক ধর্ম পরিলক্ষিত হয়। কীটনাশক ম্যালাথিয়নের সমান কার্যকরী। ২০০টি কীটপতঙ্গের ওপর-এর কার্যকারিতা পরীক্ষিত। ১৯৭৫ থেকে সারা পৃথিবীতে নিম নিয়ে গবেষণা চলছে।

মানুষ প্রকৃতিকে ধ্বংস করে দূষণ বৃদ্ধি করে চলেছে। দূষণ থেকে রক্ষা পেতে প্রয়োজন নিমগাছ। নিম নিরাপদ কীটনাশক। প্রবাদ আছে নিমগাছ যেথায় মানুষ মরে না সেথায়। নিম আমাদের পরম বন্ধু। নিম চাষ করতে হয় না। সেচ লাগে না, বীজ বাতাস ও পাখি বাহিত। গ্রামে প্রতি পরিবারে অন্তত একটা নিমগাছ উৎপন্ন করে, জৈব কীটনাশক হিসাবে এর ফল ইত্যাদির ব্যবহার শুরু করলে আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধির সঙ্গে রক্ষা পাবে পরিবেশ, পারিবারিক স্বাস্থ্য।

প্রমীলা ঠাকুর মুম্বইয়ে 'নিম ফাউন্ডেশন' গঠন করেছেন। নিমের গুণ প্রচার এর লক্ষ্য। তাঁর উদ্যোগে ২০০২ সালে মুম্বইতে নিম সম্মেলন হয়।

উদ্ভিদ ও চাষবাস

কৃপা - ৪২

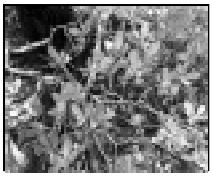

★ **ড. সুভাষ মিস্ত্রী ঃ** কমব্রিটেসি গোত্রের কৃপা বা কৃপাল চিরহরিৎ লুমনিটজেরা রেসিমোজা প্রজাতীয় উদ্ভিদ। পরিণত বৃক্ষের উচ্চতা ১০ মিটার। কাণ্ডের ত্বক ক্ষত ও ফাটলযুক্ত। শ্বাসমূল মাটির উপর বেরিয়ে থাকে। লম্বাটে পাতা। লম্বাটে সাদা ফুলে প্রচুর মধু থাকে। মৌমাছি ও পতঙ্গের দ্বারা পরাগ সংযোগ ঘটে। ফল চ্যাপ্টা। এপ্রিল থেকে নভেম্বর ফুল ও ফল হয়। কৃপালের কচি কাণ্ডের নির্যাস চর্মরোগে উপযোগী। পাতা খাওয়া যায়। ট্যানিনের কাজে বাকল ব্যবহৃত হয়। কৃপালকাঠ শক্ত সূক্ষ্ম অথচ মসৃণ। নৌকা, আসবাবপত্র সহ জ্বালানি কাজেও বহুল ব্যবহৃত হয়।

রাজ্যে শুরু সিলভার পমপ্যানো মাছ চাষ

★ রাজ্যে এবার সিলভার পমপ্যানো মাছের চাষ শুরু হল। গত আগস্টে কোচিং সেন্ট্রাল মেরিন ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে রাজ্যে ঢুকল ১৫,০০০ সিলভার পমপ্যানো-র চারা। দেওয়া হল পূর্ব মেদিনীপুরের আলমপুর। যেখানে সরকারি জলাশয়ে বড় হবে এই চারাগুলি। তিন মাসের মধ্যে চারাগুলির ওজন দাঁড়াবে ৫০০ থেকে ৬০০ গ্রাম। খোলাবাজারে এরপর এগুলিকে বিক্রির জন্য নিয়ে আসা হবে। এই মাছের স্বাদ একেবারেই পমফ্রেট মাছের মতো। সিলভার পমপ্যানো দামের তফাত প্রতি কেজি ১০০ টাকার মত। সামুদ্রিক মাছ পমফ্রেটের চাহিদা অনেকটাই। জলাশয়ের সংখ্যা আগের তুলনায় অনেকটাই কম। মিষ্টি জলের মাছের ওপর একটা সময় নির্ভর করা হত। কিন্তু যত সময় যাচ্ছে মিষ্টি জলের মাছের জোগানের ওপর আর নির্ভর করে থাকা যাচ্ছে না। সেই কারণেই চেষ্টা করা হচ্ছে সামুদ্রিক মাছকে ল্যাবরেটরিতে এনে তার ডিম ফুটিয়ে সেগুলিকে জলাশয়ে ছেড়ে বড় করার। এসএফডিসির তরফে জানানো হয়েছে। এরপর চাষের জন্য তুলে দেওয়া হবে চাষীদের হাতে। এই মাছের সঙ্গে অন্য মাছও চাষ করার সুবিধা আছে। এরা অন্য মাছেদের খেয়ে নেয় না।

নীল চন্দ্রমল্লিকা

★ নীল ফুল শুনলে মনে পড়ে অপরাজিতার, পিটুনিয়া, ক্যান্টারবেরি বেলসের মতো কিছু নীল ফুলের কথা। কিন্তু নীল গোলাপ কবির কল্পনা। আর নীল চন্দ্রমল্লিকা আর কল্পনা নয়। একদল জাপানি বিজ্ঞানী এমন এক ট্রান্সজেনিক চন্দ্রমল্লিকা তৈরি করেছেন যা এই জাতের ফুলে প্রথম ট্রু ব্লু। সায়েন্স অ্যাডভান্সেস জার্নালে প্রকাশের পর হইচই শুরু হয়েছে। নীল ফুলের সংখ্যা বেশি নেই। জাপানের সুকুবা শহরের ইনস্টিটিউট অফ ভেজিটেবল অ্যান্ড ফ্লোরিকালচার সায়েন্সের বিজ্ঞানী নাওনো বুনোদা ছিলেন গবেষণার নেতৃত্বে। সাজানোর জন্য গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, লিলি ব্যবহার করা হয়। তাদের নীল রং হয় না। গবেষণায় চন্দ্রমল্লিকার নীল রংটি এসেছে মূলত দুটি স্বাভাবিক নীল ফুল অপরাজিতা ও ক্যান্টারবেরি বেলসের দুটি আলাদা জিন ব্যবহার করে। সঙ্গে নীল রং দেখতে পাওয়ার জন্য সঠিক পিএইচ মাত্রাও মেনে চলতে হয়েছে। **(৯.৮.১৭)**

গাঁজার গুণ

★ পতঞ্জলির পক্ষ থেকে রামদেব গাঁজাকে ওষধি হিসাবে তুলে ধরতে চান এবং তিনি চান গাঁজা চাষ আইনসিদ্ধ হোক। দাবি, ২০০ রকম উপকারিতা গাঁজার। প্রাচীন ভারতের ঋষিরাও নাকি গাঁজা পাতা থেকে ওষুধ তৈরি করতেন। আমেরিকা বছরে কয়েক হাজার কোটি টাকা লাভ করে গাঁজা থেকে। কানাডাতেও গাঁজা চাষ বৈধ। **(৯.২.১৮)**

পকেটমার থেকে বাঁচতে-৩৫

ভিক্ষার নামে পকেটমারি

★ কারও বা কোলে বাচ্চা, কেউবা প্রৌঢ়া। সামনে দাঁড়িয়ে হাত পেতে ভিক্ষা চাইতে দেখে মায়াই লাগে। কিন্তু তাদের দেখে বোঝার উপায় নেই যে চোখের পলকেই তারা পকেট থেকে উধাও করে দিতে পারে মানিব্যাগ বা মোবাইল। লালবাজারের গোয়েন্দাদের কাছে খবর ছিল যে, বড়দিন ও বর্ষবরণের ভিড়ে কাজে লেগে পড়বে কমলা রায়, কচি রায় বা আশা বৈদ্যের মতো প্রৌঢ়ারা। সেইমতো চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া, সায়েন্সসিটির আশপাশ বা নিউমার্কেটের ভিড়ে নজরদারি শুরু করেন গোয়েন্দারা। তাদের হাতে ধরা পড়ে ১৩ জন কুখ্যাত পকেটমার। তাদের মধ্যে ৯ জনই মহিলা। তাদের কারও কোলে বাচ্চা আবার কেউ বা ৫৮ বছরের প্রৌঢ়া। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলি, বর্ধমান, পশ্চিম হাওড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে এরা উৎসবের সময় শহরে আসে। ভিক্ষা চাওয়ার নাম করে একজন দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাকিরা পকেট বা ব্যাগ থেকে মানিব্যাগ বা মোবাইল উধাও করতে শুরু করে। **(৩.১.১৮)**

কালির জাদুতে টাকা ভ্যানিশ

★ ভ্যানিশিং কালির জাদুতে গোলাবাড়ি থানার কিংস রোডের এক ছোট লোহার ব্যবসায়ী দেবেন্দ্র জয়সোয়ালকে ব্যাঙ্ক থেকে লোন পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, তার অ্যাকাউন্ট থেকে ১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা গায়েব করল প্রতারকরা। অভিযোগ দায়ের হয়েছে থানায়। গত ২৪.১.১৮ বেসরকারি ব্যাঙ্ক থেকে লোন পাইয়ে দেওয়ার কথা বলে কাগজপত্রের সঙ্গে দুটো ক্যানসেলড্ চেকে সই করিয়ে নেয় এক তরুণী। পরে কালির জাদুতে ক্যানসেল লেখা ভ্যানিশ হয়ে যায়। **(৮.২.১৮)**

পুরুষ সেজে বিয়ে

★ পুরুষ সেজে ২ বিয়ে করে ফাটকে মহিলা। উত্তরপ্রদেশের বিজনৌরের ধামপুরের বাসিন্দা। কখনও কৃষ্ণা সেন, কখনও সুইটি সেন নামে ফেসবুকে ২টি প্রোফাইল খুলে মহিলাদের আকৃষ্ট করতেন। তাছাড়া, পুরুষ সেজে ২ জন মহিলাকে বিয়ে করে পণের দাবিতে ১ স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করে এখন শ্রীঘরে সুইটি সেন। **(১৬.২.১৮)**

সাম্প্রতিক

পেনশনারদের জীবিত প্রমাণপত্র দিতে হবে বছর বছর !

প্রভুদান হালদার ঃ সম্প্রতি সংবাদ মাধ্যমে পড়লাম ব্যাঙ্ক থেকে লাইফ সার্টিফিকেট পাওয়ার ক্ষেত্রে হয়রানি হচ্ছেন অবসরপ্রাপ্তগণ। ছবি চাইছে ঝাড়গ্রামের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। পেনশনারদের প্রতি এ কেমন জুলুম? খবরটি পড়ে আশ্চর্য হলাম এই ভেবে যে সত্যই এ কেমন উল্টো জুলুম শুরু হল।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বাসন্তী বাজারের ইউবিআই ও স্টেট ব্যাঙ্কে আলাদা আলাদা নিয়ম। তাহলে এক্ষেত্রে কি সরকারি কোনও নিয়ম নেই? স্ব স্ব ব্যাঙ্ক তার নিজস্ব নিয়মে ক্ষমতা জাহির করে চলছে?

পেনশনারগণ প্রতি বছর ব্যাঙ্ক ও সরকার দ্বারা বিভিন্ন অযৌক্তিক ফতোয়ায় জর্জরিত, বিধ্বস্ত। বহু পেনশনার বিছানায়, চলাফেরা করতে পারেন না। সিঁড়ি ভাঙতে পারেন না। নভেম্বরে লাইফ সার্টিফিকেট দেওয়ার প্রাক্কালে দিশেহারা হয়ে পড়েন পেনশনার এবং তাঁর পরিবারের লোকজন। এবার কেমন ফতোয়া আসছে কে জানে। কারণ প্রতি বছরই এই লাইফ সার্টিফিকেট জমা পদ্ধতির পরিবর্তন করে চলেছেন এই বিশেষ দপ্তর। যাঁরা সারা জীবন ধরে সরকারি দায়িত্ব পালন করলেন,

এরপর ১২ পাতায়

কি বিচিত্র এই প্রাণীজগৎ-২৭

মই বানিয়ে শিম্পাঞ্জি চম্পট

★ খাঁচার ভেতরে সে বহুদিন ধরেই জমিয়ে রেখেছিল গাছপালা। সেই গাছের শুকনো ডাল দিয়ে সে বানিয়ে ফেলেছিল মাইয়ের মত কিছু। তার উপর নির্ভর করেই চিড়িয়াখানা থেকে পালিয়ে গেল শিম্পাঞ্জি। বেলফাস্ট চিড়িয়াখানার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার পরেই চিড়িয়াখানায় প্রাথমিকভাবে দর্শকদের প্রবেশ বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ পরে ঝোপের আড়ালে তাকে খুঁজে পাওয়া যায়।

বাঘরোল নিয়ে শুরু হল প্রথম সমীক্ষা

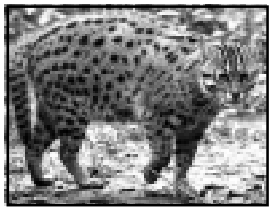

★ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য পশু মেছোবিড়াল নিয়ে সমীক্ষা শুরু হতে চলেছে। হাতি, বাঘ, কুমির, গন্ডার নিয়ে সমীক্ষা হলেও বাঘরোল নিয়ে সমীক্ষা হয়নি। রাজ্য জীব বৈচিত্র্য পর্ষদ, কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়, জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া (জেডএসআই) এবং একটি স্বেচ্ছাসেবি সংস্থা যৌথভাবে এই কাজ করবে। মেছো বিড়ালদের বর্তমান অবস্থা কী তা পর্যালোচনা করতে খুব অসুবিধা হয়। জীব বৈচিত্র্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার এই প্রাণীর সংখ্যা দিনে দিনে কমছে। সম্প্রতি পর্ষদ এবং বনদপ্তরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জেলায় মেছো বিড়াল যাতে না মারা হয় সে বিষয়ে প্রচারও চালিয়েছে। বর্তমানে হাওড়া, হুগলি দুই মেদিনীপুর, কোচবিহার, নদীয়া, বর্ধমান, দুই দিনাজপুর এবং দুই ২৪ পরগনায় সবথেকে বেশি মেছোবিড়াল দেখা যায়। কিন্তু এর বাইরে অন্য জেলায় মেছোবিড়াল কি আদৌ আছে। থাকলে কত সংখ্যায় নাকি নেই - সবই খতিয়ে দেখা হবে।

পোষ্য হিসাবে বাঘ, কুমির, ঘড়িয়াল কিনছে আরব-আমেরিকা

★ পোষ্য হিসাবে বাঘ, কুমির, ঘড়িয়াল এবং ভালুকের চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে। সম্প্রতি বিহার সীমান্তবর্তী পাঞ্জিপাড়া থেকে চারটি ঘড়িয়াল সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করে বনদপ্তর। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় শুধু ঘড়িয়ালই নয়, বাঘ, কুমির, ভালুকের বাচ্চাদেরও পোষ্য হিসাবে কিনছে অনেকে। বাংলাদেশের এক বনকর্তা ভারতীয় বনকর্তাদের জানিয়েছেন, গত কয়েক বছরে প্রতিবেশী দেশে একাধিকবার বাঘ, কুমির, ভালুকের বাচ্চা উদ্ধার হয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছিল ওই সমস্ত প্রাণী ভারত থেকে বাংলাদেশে পাচার করা হয়েছে। বাংলাদেশ হয়ে সেগুলি হংকং, চীন, মায়ানমার, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়াতে পাঠানো হচ্ছে। ধৃতদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী পোষ্য হিসাবে বাঘের সর্বাধিক চাহিতা রয়েছে আমেরিকা এবং আরব দুনিয়ার একাধিক দেশে। এক একটি বাঘের বাচ্চা ৪-৫ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়। তবে মূল ক্রেতার হাতে যখন বাঘটি পৌঁছায় তখন সেটির দাম হয় প্রায় ৮-৯ লক্ষ টাকা। একটি কুমির সর্বাধিক তিন-সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। ভালুক এক লক্ষ টাকাতে বিক্রি হয়। আরব দুনিয়ার একাধিক দেশে বাঘ-কুমির পোষার ক্ষেত্রে কোনও বিধি নিষেধ নেই। ভারত ও বাংলাদেশ এবং আরও একাধিক প্রতিবেশী দেশে এগুলি সবই সিডিউল - ১ প্রাণী হিসাবে গণ্য হয়। তাই এই সমস্ত দেশে এগুলি পাচার, ক্রয় বা বিক্রিয় করা সম্পূর্ণ বেআইনি। **(৮.৮.১৭)**

গৃহিনীদের টিপস্ - ৩৯

রান্নাঘরের টিপস

★ **ভাস্বতী দেবনাথ ঃ** চেষ্টা করবেন ঢাকনা দিয়ে রান্না করতে, এতে খাবারের পুষ্টিমান ঠিক থাকে। ★ মাংস রান্নার শুরুতেই নুন না দিয়ে রান্নার মাঝামাঝি সময়ে দিন। এতে মাংসের স্বাদ ভালো হয়। ★ তরকারির ঝোল ঘন করতে চাইলে কিছু কর্নফ্লাওয়ার জলে গুলে ঢেলে দিন। লক্ষ রাখুন যেন কর্নফ্লাওয়ারের মিশ্রণটি ভালোমতো তরকারির সঙ্গে মিশে যায়। ★ চাল ধোয়ার পর ১০ মিনিট রেখে দিয়ে তারপর রান্না করুন অথবা রান্নার সময় ১ চা চামচ রান্নার তেল দিয়ে দিন। দেখবেন ভাত সুন্দর ঝরঝরে হয়েছে। ★ মুরগির ফ্যাট এড়াতে চাইলে চামড়া ছাড়িয়ে মুরগি রান্না করুন। কারণ মুরগির চামড়াতেই প্রধান ফ্যাট থাকে। ★ সবুজ সবজি রান্নার সময় সবুজ রং ঠিক রাখতে চাইলে এক চিমটে চিনি দিন। ★ রান্না করার জন্য একদিন আগেই মাংস সেদ্ধ এবং ঠাণ্ডা করে ফ্রিজে সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন। এতে মাংস দারুণ টেস্টি হবে। ★ রান্নার সময় গরম জল ব্যবহার করুন। রান্না ভালো হবে, গ্যাসের সাশ্রয়ও হবে। ★ ফ্রিজের মধ্যে আঁশটে গন্ধ দূর করতে ফ্রিজে এক টুকরো কাঠ কয়লা রেখে দিন। ★ মাংস তাড়াতাড়ি সেদ্ধ করতে চাইলে খোসাসহ এক টুকরো কাঁচা পেঁপে দিয়ে দিন। ★ মাছ, মাংস বা ডিমের ঝোলে নুন বেশি হয়ে গেলে তরকারিতে কয়েকটি সেদ্ধ আলু ভেঙে দিন। স্বাদ ঠিক হয়ে যাবে। ★ মুরগির মাংস রান্নায় ১ টেবিল চামচ সিরকা দিন। এতে মাংসের গন্ধথাকবে না আবার তাড়াতাড়ি সেদ্ধও হবে। **(পরের সংখ্যায়)**

সুস্থ থাকার টিপস - ৮৭

মনোবল বাড়বে কয়েক ধাপে

★ **লিখে ফেলুন ঃ** ডায়েরির পাতায় নিজের সমস্ত সমস্যার কথা লিখে ফেলুন। স্মার্টযন্ত্রেও লিখতে পারেন। মনে যা দ্বন্দ্ব আসবে সেগুলি লিখে রাখুন। খুব চাপের মুখে পড়লে আগের পাতা উল্টে দেখুন। আগেও আপনি দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছেন। সেগুলি তো নিজের হাতেই সামলেছেন। তাহলে অসুবিধা কোথায়? পরবর্তী দ্বন্দ্বগুলিও আপনি ঠিক উতরাতে পারবেন। দেখবেন আগের লিখে রাখা ঘটনার কথা মনে পড়লে আপনার মনোবল বাড়বেই।

★ **কল্পনার আপনি ঃ** প্রেজেন্টেশনের আগের দিন ভীষণ চাপ লাগছে তো? ছোট ছোট ব্যাপারেও টেনশন হয় আপনার। এক কাজ করুন, এরকম সময়ে নিজের মনে মনে নিজের এক কনফিডেন্ট সত্ত্বাকে কল্পনা করুন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের সেই বোল্ড সত্ত্বাকে প্রশ্ন করুন। আপনার জায়গায় থাকলে তিনি কী করতেন সেটা জানতে চান।

★ **পোশাকের সাহায্যে ঃ** অনেক সময় মনোবল বাড়ানোর জন্য পোশাকের সাহায্য নিতে হয়। বিশেষত মহিলাদের ক্ষেত্রে এই টোটকা বিশেষভাবে কার্যকরী। ফলে বিশেষ কোনও দিনে নিজেকে স্মার্ট লুক দিন। দেখবেন মনের জোর অনেকটা বেড়ে গিয়েছে।

★ **সময় কাটান ঃ** যান্ত্রিক জীবন আপনাকে বড্ড বেশি যান্ত্রিক করে দিচ্ছে। ফলে এদিক থেকে ওদিক হলেই মনের মধ্যে ভয় দানা বাঁধছে। তাছাড়া ভিড় আপনার ভালোও লাগছে না। সেক্ষেত্রে কাজের ফাঁকে একটা বিরতি নিন। হেঁটে আসুন। দেখবেন মনের দ্বন্দ্বগুলি ফিকে হয়ে আসছে। ফলে মনোবল বাড়বে।

★ **প্রশংসা জমান ঃ** কেউ আপনার কাজের তারিফ করে মেসেজ পাঠালে সেটির স্ক্রিন শট নিয়ে রাখুন। পরে কখনও হতাশ লাগলে সেই স্ক্রিন শটটি দেখুন। প্রশংসা দেখে মনে ইতিবাচক অনুভূতি জন্মাবে। এতে মনের জোর অনেকগুণ বেড়ে যাবে। ফলে আপনি সহজেই নতুন কাজ করার উৎসাহ পাবেন। আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাবে কয়েকগুণ। **(অন্য সময়)**

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিশেষ বিশেষ খবর ঃ জুলাই ২০১৮

৮ ঃ রুশ শহরে রক্ত বৃষ্টি ঃ বৃষ্টির রং লাল কেন? সম্প্রতি রাশিয়ার সাইবেরিয়া প্রদেশের শিল্প শহর নরিলস্ক সাক্ষী থাকল এমনই রক্ত বৃষ্টির। কিন্তু কেন এমন বৃষ্টি হল? জানা গেল সত্যি। আসলে এই ঘটনার জন্য দায়ী 'নরনিকেল' নামে একটি কারখানা। বাতাসে মিলে থাকা আয়রন অক্সাইডের ধূলিকণার সঙ্গে বৃষ্টির জল মিশেই ওই লাল রং তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি তাঁদের কারখানায় মেরামতি চলছে। সেই জঞ্জালের ঢিপি ঢাকা দেওয়া হয়নি। ঝোড়ো হাওয়ায় তা বাতাসে মিশে যায়। বাতাসের সেই ধূলোর কারণেই ওই রক্ত বৃষ্টি।

২৫ ঃ ফ্রান্স নিয়ে মাতল সুন্দরবন ঃ ফ্রান্সের সমর্থনে গলা মেলালেন সুন্দরবনের পুরুষ মহিলা। বিশ্বকাপ ফাইনালে সকাল থেকে গ্রামে ছিল সাজোসাজো রব। সকলে একসঙ্গে খেলা দেখবেন বলে অন্য পাড়া থেকে আনা হয় টেলিভিশন। বাসন্তীর জয়গোপালপুরে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় ফ্রান্সকে নিয়ে কেন এমন উন্মাদনা? আয়লার পরে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। সে সময়ে ফ্রান্সের একটি স্বেচ্ছাসেবি সংস্থা জয়ডু বাংলা পাশে দাঁড়ায়। সেই থেকে এই এলাকার মানুষ ফ্রান্সকে ভালোবেসে ফেলেছেন।

★ পুলিশের ফাঁসি ঃ পুলিশি হেফাজতে অপরাধীর মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্ত দুই পুলিশকর্মীর প্রাণদণ্ডের নির্দেশ দিল সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত। বাকি অভিযুক্তদের তিন বছরের জেল হয়েছে। ঘটনা ২০০৫ সালের। চুরির ঘটনায় ধরা পড়েছিল উদয়কুমার (২৬)। অভিযোগ পুলিশি হেফাজতে নির্যাতনে মৃত্যু হয় তার। মূল অভিযুক্ত এএসআই কে জিতুকুমার এবং অফিসার এসভি শ্রীকুমারকে ফাঁসির সাজা শুনিয়েছে আদালত। দেশে এই প্রথম কর্তব্যরত কোনও পুলিশের প্রাণদণ্ডের সাজা হল।

★ জীব বৈচিত্র্য নিয়ে কর্মশালা ঃ সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্যের উপরে কর্মশালা হল হিঙ্গলগঞ্জে। উদ্যোক্তা হিঙ্গলগঞ্জ ব্লক বায়োডাইভার্সিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটি। কর্মশালায় ছিলেন রাজ্য জীববৈচিত্র পর্ষদের অনির্বাণ রায় প্রমুখ। প্রতি পঞ্চায়েত থেকে ৪ জন করে প্রতিনিধি কর্মশালায় যোগ দেন। এখানকার জীবন বৈচিত্রের উপরে কোনও নথি সরকারি আধিকারিকদের হাতেও নেই। সেই কাজ এই কর্মশালার মধ্যে দিয়ে শুরু হল।

২৭ ঃ গঙ্গাজল স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ঃ গঙ্গাকে স্বচ্ছ করতে ক্ষমতায় আসার পর ঘটা করে ঢাকঢোল পিটিয়ে নমামি গঙ্গে প্রকল্প শুরু করেছিলেন নরেন্দ্র মোদী। সেই গঙ্গাজলের গায়েই স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর লেবেল সাঁটার নির্দেশ দিল জাতীয় গ্রিন ট্রাইব্যুনাল।

২৯ ঃ রমাপদ চৌধুরির (৯৬) জীবনাবসান ঃ প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক। দীর্ঘদিন ধরেই শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন। ১৯২২ সালে খড়্গপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজিতে মাস্টার্স ডিগ্রি। আনন্দবাজার পত্রিকায় দীর্ঘদিন রবিবাসরীয় বিভাগের দায়িত্বও সামলেছেন। ১৯৫৪ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'প্রথম প্রহর'। লিখেছেন - বনপলাশির পদাবলী, দ্বীপের নাম টিয়া রঙ, যে যেখানে দাঁড়িয়ে। সাহিত্য আকাদেমি ও আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন।

★ ফিলিপিন্সের কৃষি সেমিনারে বাংলার প্রিয়াঙ্কা ঃ ফিলিপিন্সের আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্র আয়োজিত সেমিনারে যোগ দিলেন মহিলা কৃষক প্রিয়ঙ্কা মাইতি। উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত ২নং ব্লকের বাবপুরের বাসিন্দা। ফিলিপিন্সের অভিজ্ঞতা নিলেন ও এখানকার জ্ঞান তুলে ধরলেন। বাবপুর জৈব গ্রাম হিসাবে পুরস্কৃত। তিনি রবীন্দ্রভারতীর ভূগোলে স্নাতকোত্তরের ছাত্রী। সেমিনার চলবে ৬-১০ আগস্ট। ভারত থেকে ছিলেন মোট ৮ জন। পঃবঃ থেকে একজন।

পেনশনারদের জীবিত প্রমাণপত্র

দশের পাতার পর

বৃদ্ধ বয়সে কেন তাদের উপর এত অবিচার অবহেলা অত্যাচার। পেনশনারদের উপর এই অবিচারের পিছনেও আছেন সেই সরকারি কর্মচারী। যিনি ভুলে যান যে, তিনিও আর কিছুদিন পর পেনশনারদের খাতায় নাম লেখাবেন।

৩৬ বছর শিক্ষকতার পর ২০১৫ সাল থেকে আমি এক পেনশনার। ২০১৫ সালে নিয়ম ছিল লাইফ সার্টিফিকেট (ANNEXURE-IX, Vide Rule 12, Part-B) গেজেটেড অফিসার দ্বারা সনাক্তকরণের পর স্ব স্ব ট্রেজারি অফিসে জমা দিতে হবে। হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক দ্বারাও সনাক্ত করা যাবে। ২০১৬এ নিয়ম পাল্টে গেল। বলা হল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক দ্বারা সনাক্ত গ্রহণযোগ্য নয়। যেটা পেনশনারদের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক ছিল। কারণ বিডিও বা সমগোত্রের অফিসারদের স্বাক্ষর পাওয়া সহজসাধ্য নয়। ২০১৭ সালে নিয়ম হল যে যার স্ব স্ব ব্যাঙ্ক দ্বারা সনাক্ত করে ট্রেজারিতে জমা দিতে হবে।

এ বছর ২০১৮এ সঠিক কি নিয়ম আমরা কেউ জানি না। তবে এ বছর লাইফ সার্টিফিকেট ট্রেজারিতে জমা হচ্ছে না। জমা হচ্ছে নিজ নিজ ব্যাঙ্কে। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট নিয়মের বালাই নেই।

দুএকটি ব্যাঙ্করাজের ঘটনা উল্লেখ করছি। লাইফ সার্টিফিকেট জমা নেওয়ার ক্ষেত্রে কত পার্থক্য লক্ষ্য করুন।

১. দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বাসন্তী ইউবিআই-এর নিয়ম – পেনশনার নিজে ব্যাঙ্কে গিয়ে অরিজিনাল পেনশন পেমেন্ট অর্ডার (পিপিও) দেখিয়ে লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেবেন। নতুবা গেজেটেড অফিসার দ্বারা সনাক্ত করে পেনশনার নিজের ব্যাঙ্কে জমা দেবেন।

২. এই ইউবিআই-এর পাশাপাশি স্টেট ব্যাঙ্ক। আমার শাশুড়ি এই ব্যাঙ্কের পেনশনার। হাঁটতে পারেন না। একটা ভ্যানে গিয়ে দুজনে ধরে সিঁড়ি বেয়ে দোতলার স্টেট ব্যাঙ্কে নিয়ে যাওয়া হল। একই নিয়মে অরিজিনাল পিপিও সহ লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়া হল। অফিসার বললেন, গেজেটেড অফিসার দিয়ে সই করে দিতে হবে। আমার অশীতিপর বৃদ্ধা শাশুড়ি অনেক অনুনয় বিনয় করলেও জমা নিলেন না। অথচ এই দুই ব্যাঙ্ক একই ট্রেজারিতে লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেবেন। এখন এই বৃদ্ধাকে আবার টেনে হিঁচড়ে কোনো গেজেটেড অফিসারের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

৩. আমার এক পেনশনার দাদা নিমাই মণ্ডল থাকেন কাকদ্বীপে। বললেন, কাকদ্বীপ এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক পিপিও বা গেজেটেড অফিসারের সই চাচ্ছেন না। পেনশনার নিজে সরাসরি লাইফ সার্টিফিকেট জমা দিতে পারছেন। খোঁজ নিয়ে দেখলাম আগেও লাইফ সার্টিফিকেট 'ব্যাঙ্কে' জমা নেওয়া হত। যা গত কয়েক বছর হয়নি।

গত ৯ নভেম্বর বাসন্তী বাজারে আমার এক শিক্ষকের (পরে সহকর্মী) সঙ্গে দেখা। করুণ মুখে তাঁর পিপিও দেখিয়ে বললেন, ব্যাঙ্ক বলল – এটা নাকি জেরক্স কপি। লাইফ সার্টিফিকেট জমা নিল না। আমি ২০০২এ রিটায়ার করেছি, এটাই আমার অরিজিনাল পিপিও। এখন কি করবো আমি? আমিও দেখে বুঝলাম এটা জেরক্স কপি কিন্তু ওনাকে বোঝাতে পারলাম না। হাঁটতে পারছেন না, বিড় বিড় করতে করতে চলে গেলেন। ১৩ তারিখে আবার বাসন্তী বাজারে দেখা। বললেন, ক্যানিং ট্রেজারি অফিসে গেছিলাম। ওরা সব শুনে, খুঁজে খুঁজে অরিজিনালটা বার করে দিয়েছেন। ঐ সময়ে অরিজিনাল ওরা রেখে দিত। আমি ভুলে গেছি। কারণ গত ১৫ বছরে অরিজিনাল পিপিও-র কোনও প্রয়োজন হয়নি। যা এবারে হচ্ছে। গোসাবার প্রাক্তন বিধায়ক চিত্তরঞ্জন মণ্ডল বললেন, অরিজিনাল পিপিও পাচ্ছি না। ১৫ বছর হল অবসর নিয়েছি। কোনও সময় অরিজিনাল পিপিও-র প্রয়োজন হয়নি। কিছুই মনে করতে পারছি না। ক্যানিং ট্রেজারি অফিসে গেছিলাম। দেখলাম আমার মত অতি বৃদ্ধ আরও অনেকে দাঁড়িয়ে আছে। ওঁরা কেউ অরিজিনাল পিপিও পাচ্ছেন না। যেখানে জীবিত পেনসনার নিজে সশরীরে হাজির। **এরপর ১৫ পাতায়**

সুন্দরবনের বাঘ ঃ জুলাই ২০১৮

১ ঃ বাঘের উপর মৎস্যজীবীদের অত্যাচার ঃ সম্প্রতি একটি ভিড়িও ক্লিপে দেখা যায় নদী সাঁতরে বাঘ যখন এক জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলের দিকে যাচ্ছিল ঠিক তখন মৎস্যজীবীদের একটি ট্রলার সেই বাঘটির দিকে এগিয়ে যায়। ভয়ে বাঘটি ট্রলারটির দিকে এগিয়ে এসে হুমকি দিতে থাকলে বাঘটির ওপর বাঁশ নিয়ে হামলা করেন ওই ট্রলারে থাকা মৎস্যজীবীরা। ফলে মৎস্যজীবীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের আধিকারিকরা। ঘটনা কেঁদো দ্বীপের কাছে। পীরখালির জঙ্গল থেকে বাঘটি পাশের জঙ্গলে নদী সাঁতরে যাচ্ছিল। ঐ মৎস্যজীবীদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করলো মৎস্য দপ্তর। পরে ঐ মৎস্যজীবীদের গ্রেপ্তার করে আলিপুর আদালতে তোলা হয়।

★ বাঘের জিভ খামচে বাঁচল ভবতোষ ঃ বাখনা রেঞ্জের ঝিলা ১ জঙ্গলের কাছে মাছ ধরতে যায় ৪ নং ছোটমোল্লাখালির ভবতোষ বারুই ও সঙ্গীরা। হঠাৎ বাঘের আক্রমণ ভবতোষের উপর। সঙ্গীরা পালিয়ে যায়। একক লড়াইয়ে ভবতোষ বাঘের জিভ টেনে, গলা টিপে ধরে। হেরে বাঘ পালিয়ে যায়। প্রথমে ছোটমোল্লাখালি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, পরে গোসাবা হাসপাতাল, পরে ক্যানিং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

১৪ ঃ কমলা কুমিরের সঙ্গে লড়াই করে ফিরে এল ঃ সোলেমারি নদীতে কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন পাথরপ্রতিমার দূর্বাচটির কামদেবনগরের কল্পনা। হঠাৎ একটা কুমির এসে কল্পনার হাঁটুর নিচে কামড়ে ধরে। টেনে গভীর জলে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। একটা গাছ সর্বশক্তি দিয়ে আঁকড়ে ধরে কল্পনা চিৎকার শুরু করেন। লোকজন লাঠি দিয়ে পেটাতে শুরু করলে কুমির শিকার ছেড়ে পালায়। গুরুতর জখম কল্পনার চিকিৎসা চলছে পাথরপ্রতিমা ব্লক হাসপাতালে।

সাপে কেটে মৃত্যু জুলাই ২০১৮

১ ঃ নুজমাইল সেখ (৪০) প্রয়াত সাপে কেটে ঃ বাড়ি ডোমকলের রানিনগরের নতুন বামনাবাদ গ্রামে। মাঠে বিষধর কামড়ায়। তড়িঘড়ি তাকে গোধনপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

৫ ঃ ছবি হেমব্রম (৬২) প্রয়াত ঃ ঘুমন্ত অবস্থায় সাপের কামড়ে মৃত্যু হল জামালপুরের জৌগ্রামে। তাকে রাতেই বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ওখানেই মৃত্যু হয়।

৬ ঃ নমিতা নায়েক (৩৭) প্রয়াত ঃ সাপের কামড়ে মারা গেলেন রায়নার মোড়ল গ্রামের বাসিন্দা। রাস্তা ধরে বাড়ি ফেরার পথে তার পায়ে সাপ ছোবল মারে। রায়না স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে ডাক্তার মৃত ঘোষণা করেন।

৮ ঃ শেফালী চট্টোপাধ্যায় (৩৮) প্রয়াত ঃ সাপের কামড়ে মারা গেলেন। গলসী থানার দাদপুরের বাসিন্দা। বাড়ির পিছনে ১টি গর্তে মাটি ভরাট করার সময় তার হাতে সাপে ছোবল দেয়। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে সেখানেই তিনি মারা যান।

১২ ঃ রেখা নন্দী (৫০) প্রয়াত ঃ মঙ্গলকোটের যবগ্রামে রান্না করার সময় খড়ের চাল থেকে গোখরো সাপ পড়ে ছোবল মারলে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলো এদিন। রাতে সেখানে তার মৃত্যু হয়।

১৫ ঃ সুকুমার ঘোষ প্রয়াত (৫০) ঃ সাপের ছোবলে মৃত্যু হল মেমারির ঘোষপাড়ায়। বিছানা থেকে নামতে গেলে ঘরের মধ্যেই তাকে সাপে ছোবল মারে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে সেখানেই তিনি মারা যান।

★ জীতেন্দ্র দাস প্রয়াত ঃ মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘির রামনগর গ্রামে। রাত বারোটায় সাপে কামড়ায়। স্থানীয় এক ওঝা এসে তার ঝাড়ফুক করতে শুরু করেন। কিছুক্ষণ বাদেই রোগীর অবস্থা চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়। ফলে তাকে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হয়।

১৭ ঃ রুই দাস ও রেখা সর্দার (২২) প্রয়াত ঃ পূর্ব বর্ধমান ভাতার ও রায়নায় সাপের কামড়ে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। রায়নায় ধামাস গ্রামে ঘুমের মধ্যেই শুভেন্দু রুইদাসকে কামড়ায় একটি বিষধর সাপ। বর্ধমান মেডিক্যালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ভাতারের এওয়া গ্রামে সাপে কামড়ায় রেখা সর্দারকে (২২)। রাতেই মারা যায়।

★ বিশ্বনাথ সিং প্রয়াত ঃ বিশ্বনাথ সিং (৬০)য়ের বাড়ি হুগলির গোঘাটের আশপুর গ্রামে। বর্ধমান মেডিকেলে মৃত্যু হয়।

১৯ ঃ শশধর মালিক (৬৫) প্রয়াত ঃ মেমারি থানায় সেনপুরে সাপে কামড়ায়। তাকে প্রথমে মেমারি ও পরে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এখানেই মৃত্যু হয়।

২০ ঃ ভারতী জানা (৬০) প্রয়াত ঃ তমলুক শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের বরনাম গ্রামের ঘটনা। এদিন বাড়ির সামনে আগাছা পরিস্কার করছিলেন। তখনই তার হাতে ছোবল দেয়।

★ স্বপ্না প্রামানিক (১০) প্রয়াত ঃ সাপ কামড়ানোর পর ওঝার বুজরুকিতে মৃত্যু হল। উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদ ব্লকের পারভবানীপুর গ্রামে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় স্বপ্নার শারীরিক অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল।

২২ ঃ পদ্মা মালিক (৪৬) প্রয়াত ঃ সাপের কামড়ে মারা গেলেন মাধবডিহির বৈদ্যপুরের বাসিন্দা । চন্দ্রবোড়া ছোবল মারে। প্রথমে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভরতির পর মারা যান।

২৩ ঃ সোমচাঁদ কিস্কু (২০) প্রয়াত ঃ পুরুলিয়ায় বাঘমুন্ডি থানা এলাকায় শুকনো কাঠের খোঁজে জঙ্গলে গিয়ে সাপের কামড়ে মারা গেল সাহারজুড়ি গ্রামের সোমচাঁদ। সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রথমে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও পরে পুরুলিয়া দেবেন মাহাতো সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে মারা যায়।

২৪ ঃ সুফিয়া বিবি ও গঙ্গা আঁড়ির মৃত্যু হল ঃ বীরভূমের পারুই থানার দেবগ্রামের বাসিন্দা সুফিয়া বিবি (৩৮) রাতে বিছানায় সাপে কামড়ায়। প্রথমে স্থানীয় হাসপাতাল ও পরে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যু হয়। ঘরের মেঝেতে সাপের কামড়ে মৃত্যু হল। গঙ্গা আঁড়ি (৭৫)র ইন্দাসের মান্দারা এলাকায় কালাচ কামড়ায়। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।

২৭ ঃ পরিস্কারি দাস (৪২) প্রয়াত ঃ বড়এঞা থানা এলাকার বিপ্রশেখর গ্রামের ঘটনা। সাপে কামড়ানোর সঙ্গে বড়এঞা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হয়।

২৯ ঃ জ্যোৎস্না দাস বৈরাগ্য (৫০) প্রয়াত ঃ রাতে আউশ গ্রামের যাদবগঞ্জে ঘুমের মধ্যে সাপের ছোবল খান। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় তার মৃত্যু হয়।

★ বাসন্তী রায় (৭০) প্রয়াত ঃ শিলিগুড়ি এনজেপি থানার বলরাম এলাকায় সাপের কামড়ে মৃত্যু হলো। রান্না করার সময় এক বিষধর কামড় দেয়। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই সময় রাস্তায় ওই বৃদ্ধার মৃত্যু হয়।

★ হংসরাজ মারা গেলেন ঃ সাপের ছোবলে মারা গেলেন হংসরাজ চর (৫৫)। শক্তিগড়ের মানিকহাটি গ্রামে। বিছানায় মশারি টাঙিয়ে তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন। সাপে কাটে। বড়শুল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করানোর পর মৃত্যু হয়।

৩০ ঃ মেহেবুব আলম (৪২) প্রয়াত ঃ সাপের ছোবলে মৃত্যু হল। জলপাইগুড়ির ওদলাবাড়ি গ্রামের পাথরঝোড়া চা বাগান এলাকায়। সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসা শুরুর আগেই মৃত্যু হয়।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি - ২০

কুলতলিতে সুন্দরবন কৃষ্টিমেলা

★ বাসন্তীর কুলতলি মিলনতীর্থ সোসাইটি ২৩ বছর ধরে সুন্দরবন কৃষ্টিমেলা ও লোকসংস্কৃতি উৎসব করে আসছে। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বহু মানুষ এই মেলা দেখতে আসেন। মেলাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে ৫টি পার্ক চিহ্নিত করা হয়। ফুড পার্ক, শিক্ষা সংস্কৃতি পার্ক, বিকিকিনি পার্ক। মেলার ১০ দিন ছিল কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে পাসপোর্ট সেবা শিবির। ২০ ডিসেম্বর '১৮ এই মেলার উদ্বোধন করেন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য সুজিত বসু। ২০০৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর তৎকালীন লোকসভার অধ্যক্ষ প্রয়াত সোমনাথ চ্যাটার্জী মেলাতে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে আসেন তখন ১০ লক্ষ মানুষের সই করা চিঠি তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়। সেই চিঠি তৎকালীন রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদবের হাতে তুলে দেন। পরবর্তীকালে কেন্দ্রে পালাবদল হলে রেলদপ্তরের মন্ত্রী সুরেশ প্রভুর কাছে দরবার করা হয়। এরপর কাজ শুরুও হয়। তারপর কাজ থমকে যায়। সাংবাদিক সাজাহান সিরাজ বলেন, সুন্দরবনকে বাঁচাতে গেলে জঙ্গল, প্রাণী এদের বাঁচাতে হবে আগে। নদীর খাঁড়িতে মাছ ও কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বহু মানুষ বাঘের পেটে গেছে। কাজেই এদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা দরকার। ৪২টি কেন্দ্রীয় স্টল, ৫টি রাজ্য সরকারি স্টল ছিল।

বঙ্গীয় শিশু বিকাশের সমাবেশ

★ **দেবানন্দ দাস ঃ** সম্প্রতি বঙ্গীয় শিশু বিকাশ সংগঠনের (আমতলা) ১৯তম কেন্দ্রীয় শারীর শিক্ষণ শিবির পরিচালিত হল বাসন্তী হাইস্কুলে (২৫-৩১ ডিসেম্বর)। প্রায় ২০০ জন শিক্ষার্থী শিবিরে অংশ নেয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয় বাসন্তী বাজারে মিছিলের মাধ্যমে। মিছিলটি ছিল অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ। শিবিরে ছিল কুচকাওয়াজ, ব্রতচারী, নৃত্য, যোগ, জিমনাস্টিক, ফেনসিড্রিল, ভলিবল, পরিবেশ রক্ষা, সাধারণ জ্ঞান ইত্যাদি। উদ্বোধনী ও সমাপ্তি অনুষ্ঠানে এবং বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত ছিলেন - বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কামাল উদ্দিন লস্কর, বাসন্তী হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দেবপলেন্দু মণ্ডল, স্কুলের সভাপতি অজয় দে, বাসন্তী থানার ওসি সত্যব্রত ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট সমাজসেবী অমল নায়েক প্রমুখ। সহযোগিতায় বাসন্তী পতঞ্জলি যোগচর্চা কেন্দ্রের বিভুদান হালদার ও রাধেশ্যাম গুপ্তা। শিবির প্রস্তুতি সমিতির সম্পাদক ছিলেন তাপস কুমার মণ্ডল। জানিয়েছেন, শিশু বিকাশ সংগঠনের সম্পাদক অরূপ হালদার।

লোকগুলোকে দেখছি

মানিক চন্দ্র মণ্ডল

এক দঙ্গল লোক মসজিদ গুঁড়িয়ে দিচ্ছে
এক দঙ্গল লোক দেবতার মণিমানিক্য লুঠ করছে
এক দঙ্গল লোক ট্রামে-বাসে আগুন ধরাচ্ছে
এক দঙ্গল লোক জোর করে দোকানের শাটার নামিয়ে দিচ্ছে
এক দঙ্গল লোক ধোঁয়া অন্ধকার আর বারুদে ঢেকে দিচ্ছে চারপাশ।
আমি ঐ লোকগুলোকে দেখছি
হাত আছে
পা আছে
বুক আছে
পেট আছে
বউ আছে
বাচ্চা—
ঘর সংসারও।
ওদের সব আছে
সব।
শুধু মাথা নেই।

যে কোনো দিন মৌচাক কাটবে না

অর্ণব মণ্ডল

তোমরা নিশ্চয়ই মৌচাক দেখেছো। কত সুন্দর দেখতে হয় আর বেশি বড়ো হলে অনেক মধুও হয়। যার নেশায় সুন্দরবনের মৌলেরা বেরিয়ে পড়ে বনে মৌচাকের খোঁজে। এইরকম লোক এখনো দেখা যায়। আমার বাড়ি সুন্দরবনের নিকটবর্তী গ্রামে। তাই এইসব লোকেদের সঙ্গে ভাব ছিল অনেক। অবশ্য আমারও শখ ছিল মৌচাক কাটার। কিন্তু কোনোদিনই সাহসে কুলোয় না। কিন্তু আমি একটা দাদাকে জানতাম যার শুধু মৌচাক কাটার দল ছিল। আমিও তার সঙ্গে ঘুরতাম তার মৌচাক কাটা দেখার জন্য। তার নাম ছিল ল্যাটা বা ল্যাটাশসন। আমি তা ছোটো করে ল্যাটা বলে ডাকি। একদিন একজন মহাজনের বাড়িতে গিয়েছিলাম কোনো একটা কাজে। ওখানে গিয়ে আমি একটা অবাক হয়ে যাওয়া ছেলের মতো দেখলাম বাড়িটার উপরে একটি উঁচু জানলার সানশেডের নিচে একটা মস্ত বড় মৌচাক। আমি ঘরে ঢুকতেই ঐ বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে – মহাজন সে বিষয় খুব চিন্তিত দেখলেই বোঝা যায়। এমত অবস্থায় জিজ্ঞাসা করলাম মৌচাকটা কাটবে কী? তারা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো। মহাজনের বউ বলে উঠল – হ্যাঁ বাবা নিশ্চয়ই কাটবো। যদি কেউ ওই মৌচাকটা কেটে দেয় তাকে এক মন চাল দেবো। আমি সেই মুহূর্তে সব রকম কাজ ভুলে একছুটে বেড়িয়ে পড়লাম ল্যাটা দাদার খোঁজে। খুঁজে পেয়ে তাকে সব কথা বলে ডেকে নিয়ে এলাম মহাজন বাড়িতে। সেদিনের মতো দাদা খুব বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সেই মৌচাকটা কাটে। যদিও আমরা সেই বস্তুর ভাগ পেয়েছিলাম। তারপর থেকেই দাদার সমস্ত জায়গায় মৌচাক কাটার জন্য ডাক আসতো। কিন্তু সব জায়গায় আমি যেতাম না কারণ তো বুঝতেই পারছো আমি পড়াশুনো করতাম, পড়া থাকতো তাই আর কী। কিন্তু একদিন একটা ঘটনার পর থেকে সেই ল্যাটাদাদা কোনো দিনই মৌচাক কাটে না। সেই ঘটনাটা হলো — একটা দিন দুপুরে আমি স্নান করতে যাই। ঘাটে নেমে দেখি ঘাট-স্পর্শ জলের উপর মাথার উপর থাকা মৌচাকের প্রতিবিম্ব। ঠিক সেই সময় আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো আমি প্রথম আমার ঠাকুরমাকে বললাম এই মৌচাক কখন হলো আমাদের বাড়িতে। অনেকদিন হয়ে গেল ওটা কাটার জন্য লোক খুঁজি। আমি তখন একছুট দিয়ে চলে গেলাম সেই দাদার খোঁজে। তাকে পেয়েই ধরে নিয়ে আমাদের পুকুরের পাড়ে এসে দাঁড়ালাম। ঠাকুরমা বলল – দাঁড়া আমি ঘর থেকে ধামা নিয়ে আসি। সেই দাদা তখন একটা বাঁশের মাথায় কতগুলি খড় যাকে আমরা বলি নাড়া। সেটা শক্ত করে বেঁধে ফেলে। এমত অবস্থায় আমার মামাদাদু বাড়ি ফেরেন। মামাদাদু মানে বাবার মামা আর আমার দাদু তাই আমি একসঙ্গে মামাদাদু বলে ডাকি। আমাদেরকে পুকুরপাড়ে এমন অবস্থায় দেখে খুব উৎসাহী হয়ে বলে 'তোরা দাঁড়া আমি আসি' বলে ঘর থেকে হাফ প্যান্ট পরে চলে আসে আমাদের কাছে। আর এসেইমাত্র যে গাছে মৌচাক আছে সেই গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। এই সময় একটা সোঁ সোঁ শব্দ ওঠে গাছ থেকে। আমি ছুটে চলে যাই বাড়ি। মামাদাদু সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিলো পুকুরে আর অসংখ্য মৌমাছির দল ছেয়ে ফেললো দাদাকে। সে সহ্য না করতে পেরে ছুটতে লাগলো রাস্তার দিকে। এমন সময় মুরগির দড়িতে পা বেধে পরে গেলো মাটিতে। এবং গড়াগড়ি দিতে লাগলো। এমন সময় ঠাকুরমা এসে তার উপর জল দিতে লাগে কল থেকে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে গামছা দিয়ে মাছি তাড়ায়। এবং সেদিনের মতো হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় তাকে। এবং সেই থেকে সে আর কোনোদিনই মৌচাক কাটে না।

আইনি অধিকার - ২৭

সংখ্যালঘু গ্রাজুয়েট ছাত্রীর জন্য ৫১ হাজার

★ গ্র্যাজুয়েট সংখ্যালঘু ছাত্রীদের জন্য এককালীন ৫১ হাজার টাকা অনুদান দেওয়ার প্রস্তাবে সায় দিয়েছে সংখ্যালঘু মন্ত্রক। কেন্দ্রীয় সরকারের এই স্কিমের নাম দেওয়া হয়েছে 'শাদিশাগুন'। ২ লক্ষ টাকার কম বার্ষিক আয় এমন পরিবারের ছাত্রীরা এই সুযোগ পেতে পারে। এই স্কিমের দায়িত্ব থাকবে মাওলানা আজাদ এডুকেশন ফাউন্ডেশনের উপর। সংখ্যালঘু পরিবারের ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষিত করার জন্য এই প্রস্তাব দিয়েছিল ফাউন্ডেশন। ইতিপূর্বে মুসলিম খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন ও পারসি সম্প্রদায়ের ছাত্রীদের জন্য দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত স্কলারশিপের ব্যবস্থা রয়েছে। এখন তা বর্ধিত করে স্নাতক স্তর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। পশ্চিমবঙ্গের কন্যাশ্রী প্রকল্পের সফলতার আলোকে এই শাদিশাগুন স্কিম নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। **(১৫.১০.১৭)**

ইউনেস্কো ছাড়ল আমেরিকা-ইজরাইল

★ রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো থেকে পাকাপাকিভাবে বেরিয়ে গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাদের দেখানো পথেই পা বাড়াল বন্ধু দেশ ইজরায়েলও। যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা দেওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর ইজরায়েলও এক বিবৃতিতে সংস্থাটি থেকে বিদায় নেবে বলে জানায়। ২০১১ সালে প্যালেস্টাইন ইউনেস্কোর পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করে। মূলত এরই প্রতিবাদে আমেরিকা ইজরাইল ইউনেস্কো ছাড়ল। **(১৪.১০.১৭)**

নাবালিকা স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক - ধর্ষণ

★ কোনও স্বামী তার অপ্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীর সঙ্গে যদি যৌন সংগম করে তা ধর্ষণ হিসাবেই গণ্য হবে। সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি মদন বি লোকুর আর বিচারপতি দীপক গুপ্তকে নিয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ রায় দিয়েছে। ভারতে বাল্যবিবাহ আইনত নিষিদ্ধ। মহিলাদের জন্য ১৮ বছর আর পুরুষদের নূন্যতম ২১ বছরকে আইনসিদ্ধ হিসাবে ধরা হয়। ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৭৫ ধারা অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সীর সঙ্গে সহবাস ধর্ষণ বলে বিবেচিত হবে। **(১২.১০.১৭)**

এইচআইভি ছড়ানোর দায়ে কারাদণ্ড

★ ৩০ জন নারীকে এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত করানোয় এক ইতালিয়ান হিসাব রক্ষককে ২৪ বছরের জেল দিয়েছে দেশটির আদালত। ভ্যালেনটিনো তাল্লুতো নামের ওই ব্যক্তি স্বীকার করেছে ২০০৬ সালেই নিজের শরীরে এইচআইভি ভাইরাসের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি জানা সত্ত্বেও তিনি স্বেচ্ছায় কমপক্ষে ৫৩ জন নারীর সঙ্গে মিলিত হন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও বিভিন্ন ডেটিংসাইটে 'হার্টি স্টাইল' ছদ্মনামে ওই ব্যক্তি তার শিকারদের খুঁজে বের করতেন। এর মধ্যে তার দ্বারা মারণঘাতী ভাইরাস এইচআইভিতে আক্রান্ত হওয়া সবচেয়ে কমবয়সী নারীর বয়স ১৪ বলে জানা গেছে।

নিখরচায় আইনি সাহায্য

★ বিনা খরচে আইনি সাহায্য নিতে পাবেন, মেয়ে ও শিশু, তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের লোক, শিশুশ্রমিক, মানসিক দিক থেকে অসুস্থ বা শারীরিক প্রতিবন্ধীরা কোনো আবাস বা সংশোধানাগারে থাকা লোকজন নির্যাতিতা বা ধর্ষিতা মেয়ে। এছাড়া যাদের বার্ষিক আয় ৫০ হাজার টাকার কম। যোগাযোগের ঠিকানা - পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, নগর দেওয়ানী আদালত ভবন (২য় তলা ও ৩য় তলা) কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলকাতা - ৭০০০০১, ফোন - ০৩৩২২৪৮ ৩৮৯২। **(২৩.১১.১৭)**

জীবিকা - ৮

সাংবাদিকদের পেনশন চালুর বিজ্ঞপ্তি

★ সাংবাদিকদের পেনশন চালুর বিজ্ঞপ্তি জারি করল রাজ্য সরকার। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। বাজেট অধিবেশনের সময়ই রাজ্য বিধানসভায় এই পেনশন দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ২,৫০০ টাকা করে পেনশন পাবেন প্রাপকরা। চলতি বছরের পয়লা এপ্রিল থেকে এই পেনশন চালু হবে। ৬০ বছর বা তার বেশি বয়স্ক সাংবাদিক, চিত্র সাংবাদিকরা এই পেনশন প্রকল্পের আওতায় আসবেন। খবরের কাগজ, টিভি চ্যানেল তো বটেই, ওয়েব পোর্টালের সাংবাদিকদেরও এই পেনশন প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। খবরের কাগজ (প্রিন্ট মিডিয়া) এবং টিভি চ্যানেলের ক্ষেত্রে (ইলেকট্রনিক মিডিয়া) ১০ বছর বা তার বেশি সরকারি স্বীকৃতিপত্র আছে এমন সাংবাদিকরা এই পেনশন পাবেন। সরকারি স্বীকৃতি নেই এমন সাংবাদিকদের পেনশন পাওয়ার ক্ষেত্রে ১৫ বছর বা তার বেশি এই পেশায় থাকার প্রমাণপত্র থাকতে হবে। ওয়েব পোর্টালের সাংবাদিকদের পেনশন প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। আবেদনকারীকে জন্মতারিখের প্রমাণপত্র, সরকারি গ্রুপ-এ আধিকারিকের কাছ থেকে আয়ের শংসাপত্র, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য, প্রেস কার্ডের জেরক্স কপি দিতে হবে। প্রত্যেক বছরে আবেদনকারীকে নবীকরণ করতে হবে। পেনশন পাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধাপ্রাপক সাংবাদিকদের সাহায্যের জন্য হেল্প ডেস্কের ব্যবস্থা করছে কলকাতা প্রেস ক্লাব। **(৩১.৩.১৮)**

টুকরো খবর

মোবাইল বিপ্লব

★ বাসস্থান আছে এমন ৮৮ শতাংশ ভারতবাসী, মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন। নিজের মোবাইল ফোন আছে এবং তা ব্যবহারও করেন, ভারতে এমন মহিলার সংখ্যা প্রতি ১০০ জনে ৪৬-এরও কম। চতুর্থ ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেল্‌থ সার্ভে ২০১৫-১৬ সাল নাগাদ একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে ৬২ শতাংশ মহিলার নিজের মোবাইল আছে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে তা ৩৭ শতাংশেরও কম।

পেনশনারদের জীবিত প্রমাণপত্র

বারো পাতার পর

ছবিসহ পেনশনারদের নথিপত্র কম্পিউটারে আবদ্ধ। এক্ষেত্রে কাগজ পাওয়ার জন্য কেন এত নিয়মের বাড়াবাড়ি। কেন হঠাৎ পিপিও-র খোঁজ?

সুতরাং এবার লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার প্রকৃত নিয়মটি কী? আমরা কিভাবে জানতে পারব? কেন সারা রাজ্যে একটাই নিয়ম হবে না? কেন এভাবে বৃদ্ধদের মানসিক চাপ বাড়ানো হচ্ছে? ট্রেজারি অফিস সম্পর্কে পেনশনারদের তেমন কোনো অভিযোগ দেখিনা। তুলনায় ট্রেজারি অফিসারগণ অনেক ভালো ও অমায়িক। কিন্তু ব্যাঙ্ক সম্পর্কে অভিযোগের শেষ নেই।

আবেদন - এইভাবে প্রতি বছর লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার নিয়ম কানুন পরিবর্তন বন্ধ করা হোক। সর্বত্র একই নিয়ম থাকছে না কেন? প্রত্যেক রিসিভিং সেন্টারে লাইফ সার্টিফিকেট জমা নেওয়ার লিখিত নির্দেশাবলী টাঙানোর ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে।

পরিশেষে এই ২০১৮-য় লাইফ সার্টিফিকেট জমা নেওয়ার সঠিক সরকারি কি নির্দেশ ছিল, জানতে পারলে আমরা অন্তত ব্যাঙ্কগুলোকে বোঝানোর চেষ্টা করে দেখতাম। বা প্রয়োজনে ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানাতে পারতাম।

AAJKER BASUNDHARA ◆ VOL.-8, NO. 3 ◆ JANUARY 2019 ◆ MONTHLY
◆ REGD. RNI NO. WBBEN/2011/41525 ◆ RS. 2.00

রাজ্য সরকারের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সুবর্ণ সুযোগ

পরিচালনায় ঃ জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র

সুবর্ণ সুযোগ

রাজ্য সরকারের আর্থিক সাহায্যে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে উৎকর্ষ বাংলা (PBSSD) এর অধীনে এতদাঞ্চলের যুবক যুবতীদের জন্য বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় আমাদের এখানে। বর্তমান সংকটপূর্ণ অবস্থানে থেকে বেকারত্বের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। মানব সম্পদকে বাঁচাতে ও স্বাবলম্বী করতে সরকারের সাথে যৌথভাবে আমাদের সংগঠন নিরলস প্রচেষ্টা করে চলেছে কিভাবে এই বেকরাত্ব দূরীভূত করে সমুদয় উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়া যায়।

উদ্দেশ্য

● পুঁথিগত বিদ্যার পরিবর্তে প্রযুক্তিগত ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত করে স্বনির্ভর করা। ● তথ্য ও প্রযুক্তিতে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করা। ● ভবিষ্যত প্রজন্মকে আরো গতিশীল করা। ● আন্তর্জাতিক মানের সরকারি সার্টিফিকেট প্রদান করা। ● সরকারি লোন ও চাকরিতে বিশেষ সহযোগিতা করা। ● কোর্স শেষে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত স্টাইপেন্ড সরাসরি এ্যাকাউন্টে প্রদান করা। ● কৃষক সমাজকে আরো উন্নত করা ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে সাহায্য করা।

কোর্স সমূহ

১। কম্পোস্ট সার তৈরি ২। জৈব বা অর্গানিক চাষ ৩। সেলাই প্রশিক্ষণ
৪। ছুতোর প্রশিক্ষণ ৫। ইলেকট্রিকের প্রশিক্ষণ

শর্তাবলী

১। বয়স হতে হবে ১৪ বছর বা তার বেশি।

২। শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম বা তার বেশি (কোর্স অনুযায়ী)।

৩। আধার কার্ড ৪। দুই কপি পাসপোর্ট ফটো।

৫। ব্যাঙ্কের এ্যাকাউন্ট বই এর জেরক্স ৬। সর্বোচ শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র।

যোগাযোগ ঃ- জয়গোপালপুর, জে.এন.হাট, বাসন্তী, দঃ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩১২

মোবাইল- ৯০৯১২০২৮৩৮ / ৮০১৬৭২৮৯৮৮ / ৮০১৬৩৭৭৪৬৬

বিবেকানন্দ শিক্ষা নিকেতন

ভর্ত্তি চলছে

একটি আদর্শ ও উন্নত মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

প্রচ্ছদ - দিব্যেন্দু মণ্ডল, পোষ্ট ও গ্রাম - জ্যোতিষপুর, থানা - বাসন্তী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। ফোন - ৮৬০৯৯৭১৭৭৩

● PRINTED, PUBLISHED & OWNED BY BISWAJIT MAHAKUR ● PRINTED AT SUSENI PRINTERS ● VILL. - GHUTIARY SHARIP, P.O. - BANSRA, SOUTH 24 PARGANAS ● PUBLISHED AT JOYGOPALPUR, P.O. - J.N.HAT, P.S. - BASANTI, DIST.- S.24 PARGANAS, PIN - 743312 ● PH - 8436644591, 8926420134
● e-mail : prabhuhaldar@gmail.com ●
EDITOR : PRABHUDAN HALDAR